ঋতুবর্ণন।

শ্রীগঙ্গাচরণ সরকার।

রচিত।

চুঁচুড়া

সাধারণী যন্ত্রে শ্রীপাঁচকড়ি রায় কর্ত্তৃক

মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

১৮৭৪।

(ইহার প্রথম ভাগ "বসন্ত" কলিকাতা বৌবাজার

স্মিথ এণ্ড কোম্পানির যন্ত্রে মুদ্রিত হইয়াছিল।)

অশুদ্ধ সংশোধন।

বসন্ত।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১	১১	ঘুড়ী	ঘুড়ি
ঐ	১৫	হয়	হয়ে
২	১৮	ত্রমে	ক্রমে
৩	৪	সেই	যেই
৫	১৭	তাতিল	ভাতিল
৬	১৫	ভুপ	ভূপ
৮	৩	করিবেন বোলাচয়	করি বেনবোলাচয়
ঐ	১৫	মূক্ত	মুক্ত
৯	৫	কুতুহলে	কুতূহলে
ঐ	১১	মুবক	যুবক
১০	১৬	আখি	আঁখি
১১	৬	পারলাদি	পারুলাদি
ঐ	৭	যুথিকা	যূথিকা
১২	৫	লহরি	লহরী
ঐ	১৩	পূলকে	পুলকে
১৩	৭	বনোদিনী	বিনোদিনী
১৪	১৬	ফল কুঞ্জে	ফুলকুঞ্জে
১৫	১০	তার	তায়
১৫	১৫	বসন্তরে	বসন্তেরে

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১৬	১৪	উষা	উষা
১৭	১০	বেণূ	বেণু
১৮	৩	সভার	সবার
১৮	১৬	পূরাণেতে	পুরাণেতে
১৯	৬	সভে	সবে
২০	৬	প্রেম্নোদিত	প্রমোদিত
২০	৯	ষারা	যারা
২০	১৪	সভাকার	সবাকার
২১	৯	চাস	চায
২২	২	নাঙ্গল	লাঙ্গল
২৩	১	খেঠে	খেটে
২৩	৭	সভে	সবে
২৩	৯	পারিসদ	পারিষদ
২৫	৫	ধ্বজ রাজি	ধ্বজারাজি
২৫	১৫	হেতা	হেথা
২৬	২	নামাইছে	নামায়েছে
২৬	৪	সভে	সবে
২৬	১০	উড়াণী	উড়ানী
২৮	১	নাজে	মাঝে
২৮	৯	কূলবতী	কুলবতী
২৮	১০	কুলে	কূলে
২৯	৩	হকু	কেহ

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৩০	১	তটিনীর কুল	তটিনীর কূল
৩০	৫	কুলে	কূলে
৩৪	৩	শাখি	শাখী
৩৮	৮	স্বাস্থ্যকারী	স্বাস্থ্যকরী
৩৮	৩	করি	কার
৩৯	৫	বিধুরা	বিধূরা
৪০	৮	আমার	আমায়
ঐ	১১	সাত	সাথ
৪১	৬	কুতুহলি	কুতূহলী
৪১	১৩	কূমারী	কুমারী
ঐ	১৫	সঙ্গি	সঙ্গী
৪১	১৬	ধুলা	ধূলা
ঐ	১৭	চল	চেল
৪২	২	অতূল	অতুল
৪২	৩	বিনয়	বিলয়
ঐ	৯	নাশা	নাসা
ঐ	১৭	ববিধ	বিবিধ
৪৪	৮	কুতুহলে	কুতূহলে
৪৪	১২	অন্নপুর্ণা	অন্নপূর্ণা
ঐ	১৭	বসু ধায়	বসুধায়
৪৫	৩	হারে যবে	থরে থরে
ঐ	৬	ঝফমফ	ঝকমক

নিদাঘ।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১	১৭	ফাটে	ফাটি
৩	১৪	থরশর	করশর
৬	১১	কৃষি	কৃষী
৭	১২	সব	সবে
১০	৩	তুর্ব্বার	দূর্ব্বার
১২	১৪	হারিমানী	হারি মানি
১৩	৫	গোলাম	গোলাপ
১৬	শেষ	লোলুপম ধুপ	লোলুপ মধুপ
১৯	৮	ভঙ্গ	ভঙ্গী
২০	১৭	যুথিকা	যূথিকা
২১	৪	বারাণ্ডায়	বারান্দায়
২৪	১৫	কাঁপিয়ে	কাঁপায়ে
৩৩	৩	কত	কর
৪৫	৮	(;)	এই চিহ্ন থাকিবে না।
৪৬	১৪	ভাঁঙ্গি	ভাঙ্গি

প্রাণোপম প্রিয়পুত্র অক্ষয়চন্দ্র,

তুমি জান, আমাকে রাজকার্য্য নিবন্ধন সময়ে সময়ে বিরলবান্ধব স্থানে অবস্থান করিতে হইয়াছিল; সেই সেই স্থানে অবকাশকাল কথঞ্চিৎ সুখে যাপন করণার্থ পদ্য রচনা করিতে চেষ্টা করিতাম সেই চেষ্টার ফল স্বরূপ এই "ঋতু বর্ণন" অভিহিত গ্রন্থখানি হইয়াছে। গ্রন্থখানি সামান্য, এজন্য কোন বড় লোককে উৎসর্গ না করিয়া ইহা তোমা-কেই অর্পণ করিলাম। তুমি সন্তান, পিতৃদত্ত সম্পত্তি ভাল হউক বা না হউক, তোমাকে আদরের সহিত গ্রহণ করিতেই হইবে। ইতি।

অগ্রহায়ণ ১২৮১ } শ্রীগঙ্গাচরণ সরকার।

অনাদি অনন্ত যিনি সর্ব্বশক্তিমান্,
অখিল আধার আর নিখিল নিদান ;
অসীম জগত যাঁর মন্দির স্বরূপ,
স্থল জল ব্যোম যাহে শোভে বেদীরূপ ;
রবি শশী দীপ হয়ে করিছে উজ্জ্বল,
তারকা হীরকাবলি করে ঝলমল ;
তরুলতা ফুল ফল দিয়ে উপহার,
নতশির হয়ে করে অর্চনা যাঁহার ;
যেই নাথে মলয়ার মৃদু সমীরণ,
যতনে বিজন করে সৌরভে সেবন ;
বিবিধ বিহঙ্গ যুড়ী সুললিত তান,
শাখায় বসিয়া গায় যাঁর গুণগান।
প্রবল পবন আর জলধর সব,
মহাদম্ভে করে যাঁর শক্তির উৎসব ;
আলু থালু হয় হেন ভাবেতে বিহ্বল,
কোলাহলে করে পূর্ণ নভোক্ষিতি তল ;

অনলের ধ্বজা ধরি চপলা প্রকাশে,
গভীর দুন্দুভি ঘন নির্ঘোষে আকাশে ;
মহোৎসবে মগ্ন সবে প্রমত্ত হইয়া
সাগর সলিল নাচে তরঙ্গ তুলিয়া;
অচল চঞ্চল আর ধূলায় ধূসর,
হইয়া লুটায় ধরা কত তরুবর।
যাঁহার আদেশে পুনঃ হয় সবে স্থির,
পুলকেতে পয়োধর বর্ষে প্রেমনীর ;
বিমল শ্যামল বাস পরি বসুমতী,
যাঁহার দয়ার ভাবে হয়ে স্নেহবতী ;
পালিতে রাখিতে সুখে প্রাণীপুঞ্জ সব,
আহারীয় দ্রব্য কত করেন প্রসব ;
লইয়া সলিল রাশি হয়ে বেগবতী,
বিস্তারি বিশাল কায়া যত স্রোতস্বতী ;
পরিয়া হিল্লোল-মালা কল্লোল করিয়া,
যাঁর বল পেয়ে চলে নানা দেশ দিয়া !
যেই মহেশের আজ্ঞা পাইয়া তপন,
খরতর কর ক্রমে করে সম্বরণ ;

প্রস্থান করিয়া যায় যত বারিধর,
বিমল ভাতিতে রাতি শোভে সুধাকর।
প্রকৃতি গভীর ভাব ধরিয়া কখন,
সেবে সেই জগন্নাথে করিয়া যতন;
কুজ্ঝটিকা ছলে পরি ধূমল বসন,
নীহারের জপ মালা করিয়া ধারণ;
সুধীর সুস্থির হয়ে অতি ভক্তি ভরে,
নীরব ভাবেতে দেবী যাঁর জপ করে।
এই রূপ বিশ্ব মাঝে যত চরাচর,
যেই মহেশের পূজা করে নিরন্তর;
প্রকাশে বিবিধরূপে যাঁহার মহিমা,
দেখায় নিয়ত যাঁর করুণা অসীমা;
তিনি পিতা তিনি পাতা তিনি সারাৎসার,
প্রণাম তাঁহার পদে প্রণাম আমার।

(২)

পেয়ে কুম্ভ রাশিবারি কুতূহলে তিমিরারি
স্নান করি বসিল আকাশে।
ঘুচিল মালিণ্য ভাব হইল লাবণ্য লাভ
ক্রমে ক্রমে বিক্রম বিকাশে॥
আহা কিবা মনোলোভা নভোর নবীন শোভা
দরশনে নয়ন সফল।
অখিল আলোকে ভাসে ভূলোক পুলকে হাসে
দিগ দশ হয় সমুজ্জ্বল॥
বিমল কিরণ জ্বাল বিমানে ব্যাপিল ভাল
তিরোহিত হইল তামস।
নীল নিভ নভো মাঝে রজতের আভা সাজে
হেরে হয় মোহিত মানস॥
দীপ্ত কর দিননাথ সুখানন্দ সুপ্রভাত
চক্ষু মেলি প্রকৃতি চাহিল।
প্রমোদের কোলাহল পরিপূর্ণ মহীতল
নিদ্রা হতে জগত জাগিল॥

সকলেরে শোভা হীন   রূপ আভা কান্তিক্ষীণ
করে ছিল দুরন্ত হিমানি।
এখন পাইয়া বল   যেন তার প্রতিফল
দেয় রবি কর শর হানি॥
প্রভাকর প্রভা শীত   হেরিয়ে হইল ভীত
জড়সড় করিল শরীর।
কি দশা হইল হায়   দীন হীন চোর প্রায়
দিন মানে না হয় বাহির॥
ঘুমাইলে দিনমণি   তখন সুযোগ গণি
চুপে চুপে নিশা কোলে বসে।
শোকেতে শিশির ছলে   আঁখি জল ধরাতলে
বিন্দু বিন্দু কাঁদিয়া বরষে॥
হিমে হেরি হীন বল   ক্ষুব্ধ তার দলবল
সভাকার ঘুচিল সহায়।
কুহেলিকা কদাকার   নিষ্ঠুর নীহার আর
একে একে সকলে পলায়॥
নিরমল হল দিবা   ভুবন তাতিল কিবা
সমুজ্জ্বল মিহির মহিমা।

তারাবলি ত্রিযামায় অপরূপ শোভা পায়
মনোহর গগণ গরিমা ॥
উত্তরীয় সমীরণ ক্রমে করে পলায়ন
দেখা দিল মলয় সমীর।
দূরাগমে পথশ্রান্ত পরিমল ভারাক্রান্ত
তাই বুঝি গতি অতি ধীর ॥
হয় কত সুখোদয় নীরস সরস হয়
পরশনে জুড়ায় জীবন।
জরাজীর্ণ ছিল যারা হইল সবল তারা
মৃত দেহে অমৃত সেচন ॥
শীতের যে ছিল লেশ করিয়া তাহার শেষ
বিলাইয়া আনন্দ অনন্ত।
সমাদরে শুভক্ষণে কাল রাজ্য সিংহাসনে
বসাইল বিনোদী বসন্ত ॥
সুকুমার নবভূপ ভুবন মোহন রূপ
ঢল ঢল লাবণ্য ললিত।
নবকান্তি মনোহর জীব জন্তু চরাচর
দেখে সবে পুলকে পূরিত ॥

লাল পত্র মাজে মাজে　　সবুজ পল্লব সাজে
তরু কুল নব মুঞ্জরিত।
আহা কিবা শোভা তায়　　বসন্ত রাজার কায়
ধূপ ছায়া বসন শোভিত॥
সরস শাখার কোলে　　নবীন পল্লব দোলে
মরি মরি কিবা ভাব তায়।
মলয়ার সমীরণ　　তুষিতে রাজার মন
ধীরে ধীরে চামর ঢুলায়॥
কিবা দিবা কিবা রাতি　ফুটে ফুল নানা জাতি
নানা বর্ণে মাধুরি বিকাশে।
অপরূপ শোভা হয়　　আভরণ মণিময়
পরে যেন যুবরাজ হাসে॥
কাঞ্চন লাঞ্ছন করি　　কমনীয় কান্তি ধরি
বিকশিত কাঞ্চন কাননে।
দেখ কি মাধুরি তায়　　তরু শির শোভা পায়
মণিময় মুকুট ভূষণে॥
কতই পলাশ রাজি　　মনোহর বেশে সাজি
করে সভে পুলক প্রদান।

কেমন উজ্জ্বল লাল কানন করিল আল
দূর হতে দাবানল জ্ঞান ॥
তরুণ অরুণ জয় করিবেন বোলা চয়
নিজ রূপ করিল বিস্তার।
কিবা ফুল কিবা পর্ণ সভার লোহিত বর্ণ
দরশনে অতি চমৎকার ॥
হের প্রিয় তরুবরে মাধবী প্রণয় ভরে
বাহু মেলি জড়াইয়া সুখে।
সুগন্ধ কুসুম হার দেয় কান্তে উপহার
হাসি হাসি মধুভরা মুখে ॥
হইয়া সহাস্য মুখী ফুটিল শিরীষ সুখী
আহা কিবা সুকোমল কায়।
পাছে ভরে ভেঙ্গে যায় এই ভয়ে অলি তায়
নাহি বসে চুম্বিয়া বেড়ায় ॥
বিকশিত রক্তাশোক নর লোক মুক্ত শোক
হেরে যার রূপ সুশোভন।
ফুটিল মন্দার ছলে পারিজাত ধরাতলে
পরিহরি নন্দন কানন ॥

পুন্নাগ কি শোভা ধরে ঢল ঢল মধুভরে
পরিমলে জ্ঞান লয় হরি।
ফুটে কত মতিচুর ছুটে গন্ধ অতি দূর
লুটে মধু ভ্রমর ভ্রমরী॥
কামিনী যামিনী হলে হাস্য মুখে কুতুহলে
দেয় খুলে ভাণ্ডার আপন।
সমীর সানন্দ হয়ে সৌরভ রতন লয়ে
ঘরে ঘরে করে বিতরণ॥
প্রফুল্ল লেবুর ফুল সৌরভের নাহি তুল
সকলেরে করে সমাকুল।
যুবক যুবতী দল সদা যাচে তার তল
মধুগন্ধে অন্ধ অলি কুল॥
কৌতুকে কানন মাঝে কনক কেতকী সাজে
গুণ গর্ব্বে হয়ে গরবিত।
অনুপম পরিমল বিলাইয়া অজচ্ছল
চরাচর করে আমোদিত॥
সৌন্দর্য্যের সহকার মুকুলিত সহকার
সহকার তুল্য তার ঘটা?

সবুজ শীষের দেখা　　তাহাতে লোহিত লেখা
বসন্তের মুকুটের ছটা ॥
অতিমনোহর বাস　　নিরানন্দ করে নাশ
সুখ বহ হইল সমীর ।
পুলকিত দিগ দশ　　মুনি মন হীন বশ
পান্থিকের গতি অতি ধীর ॥
গোলাপ সহাস্য হয়ে　　লোহিত লাবণ্য লয়ে
শোভা ধরে অতি মনোহর ।
গর্ব্ব ভূমি বিধাতার　　উদ্যানের অহঙ্কার
ফুল্ল কুলে রাজ রাজেশ্বর ॥
দেবের দুর্ল্লভ নিধি　　বিরলে বসিয়া বিধি
সমাদরে সৃজন করেছে ।
নরের নিষ্ঠুর করে　　পাছে লণ্ডভণ্ড করে
এই ভয়ে কণ্টকে ঘেরেছে ॥
বর্ণ নহে বর্ণিবার　　হেরি রূপ যত বার
আঁখি তৃষা বাড়ে তত আর ।
গন্ধের গরিমা কিবা　　গন্ধ বহ নিশি দিবা
ধন্য হয় বয়ে যার ভার ॥

রূপ গুণে অনুপম ভুবন ভূষণ সম

হেন নিধি জগতে বিরল।

মোহিনী মোহিত করে ধীরের ধীরতা হরে

কবিদের প্রলাপের স্থল ॥

এই রূপে নানা মত ফুটে ফুল কব কত

পারুলাদি করবী কলিকা।

মল্লিকা যুথিকা ঝাঁটি চাঁপা জবা পরিপাটি

কেহ ফুল্ল কেহ বা কলিকা ॥

দুরন্ত হেমন্ত বাতে প্রিয়তম প্রাণ নাথে

দীন হীন নিরখি নয়নে।

খেদেতে নলিনী সতী হইয়া মলিনী অতি

নিজ রূপ ডুবায় জীবনে ॥

এখন গগনে রবি বিকাশি বিমলা ছবি

দেখ কিবা সহাস্য বদনে।

আপন উজ্জ্বল করে প্রেয়সীর হাত ধরে

ধীরে ধীরে তুলিছে যতনে ॥

কান্ত কর পরশনে কান্ত রূপ দরশনে

কমলিনী আনন্দিত হয়ে।

সুখের সলিলে ভাসে নয়ন মেলিয়া হাসে
কান্ত কর ধরিয়া হৃদয়ে ॥
স্থল জল এইরূপ ধরে অপরূপ রূপ
ধরা ডোবে শোভার সাগরে ।
মন্দ মন্দ বায়ু বয় মাধুরি লহরি হয়
দরশনে জ্ঞান লয় হরে ॥
পেয়ে হেন সুসময় বিপিনে বিহঙ্গ চয়
প্রেমানন্দে মিলিয়া সকলে ।
রাজার মঙ্গল গায় বর্ষে মধু ধারা তায়
সভাকার শ্রবণ যুগলে ॥
প্রথমে পঞ্চমস্বরে কোকিল অখিল ভরে
গায় গীত অতি মনোহর ।
সে রবে যুড়িয়া রব পুলকে পাপিয়া সব
ছাড়ে সুর শুনিতে সুন্দর ॥
বসন্ত গুড়ুগুড়ি পরে তরুপরি তান ধরে
রয়ে রয়ে রাখিতেছে মান ।
মোহন মনিয়া দল ছাড়ে কিবা কণ্ঠ কল
বাজে যেন বিলাতি আর্গান ॥

নানা বিধ বুল বুলি বলিয়া বিবিধ বুলি
করিতেছে সুললিত গান।
লয় মান মিশাইয়া রাগ রঙ্গে আলাপিয়া
বামাস্বরে শ্যামা ধরে তান॥
দৈয়াল রসাল রাগে প্রেয়সীর অনুরাগে
ছাড়ে স্বর বসিয়া শাখায়।
বনোদিনী বেনেবধূ সঙ্গে লয়ে নিজ বঁধু
গায় আর নাচিয়া বেড়ায়॥
শত শত শুক সারী গীতের আলাপ চারী
করিতেছে হয়ে আমোদিত।
মদনিকা মনোসাদে নানা বিধ সুর সাধে
শুনে সবে হয় বিমোহিত॥
কপোত কপোতী কত মিলে খেলে অবিরত
নাচে কত প্রমোদে খঞ্জন।
হরিতাল হীরামণ সুরতানে হরে মন
ধরিরূপ নয়ন রঞ্জন॥
বিহগের কলচ্ছলে রসোল্লাসে কুতূহলে
প্রেম ভরে প্রকৃতি সুন্দরী।

ধরিয়া মধুর তান আপনি করিছে গান
উথলিছে লালিত্য লহরী ॥
আপনার ইচ্ছামত তুলে সুর নানা মত
নানা রাগে করিয়া মিলিত।
গাইছে অপূর্ব্ব গীত করে সবে বিমোহিত
আপনিও হইয়া মোহিত।
মরি কি সুতার তার কোথায় সেতার তার
কোথা আর রবাবের রব।
বাঁশি বীণা এসরাজ সকলে পাইয়া লাজ
একে একে মানে পরাভব ॥
অখিল আনন্দময় অমৃতের স্রোত বয়
মগ্ন তায় হল চরাচর।
করে নর সুধা ভোগ যোগী জন হতযোগ
শিখে গীত অপ্সর কিন্নর ॥
দেখ আর পুঞ্জে পুঞ্জে কত মধুকর গুঞ্জে
ফল কুঞ্জে গুণ গুণ রবে।
মনে হয় অনুমান রাখিতে সুরের তান
তানপূরা ছাড়িতেছে সবে ॥

কোন খানে ঝাঁকে ঝাঁকে মধুমাছী লাখে লাখে
উড়িতেছে মনের আনন্দে।
তারের ঝঙ্কার সম ধ্বনি করে মনোরম
মিঠা অতি মাখা মকরন্দে॥
বসিতেছে ফুল্ল ফুল লইতেছে মধু তুলে
ধাইতেছে নিজ নিজ ধাম।
আসিতেছে পুনরায় মধু লয়ে পুন যায়
এই রূপ শ্রমে অবিরাম॥
আর আর জীব যত কুতূহলে নানা মত
করে কেলি কত শোভা তার।
কেহ চরে কেহ চলে কেহ বা খেলিছে জলে
ডালে ডালে কেহ বা লাফায়॥
প্রোষিত ভর্ত্তৃকাসতী পুনরায় পেলে পতি
মনোসাদে বেশ ভূষা করে।
বসন্তরে করে লাভ প্রকৃতির সেই ভাব
সুখভরে কত শোভা ধরে॥
কিবা শূন্য কিবা স্থল কিবা গিরি কিবা জল
সর্ব্ব দেশ সদা সুশোভিত।

কিবা পশু কিবা পক্ষী কিবা কীট কিবা মক্ষী
জীবকুল সবে হরষিত ॥
সকলেই মনোল্লাসে আমোদ সাগরে ভাসে
অবিরত সুখ ধারা বয় ।
মহানন্দ মহোৎসব প্রেম পরিপূর্ণ সব
বিশ্ব রাজ্যে শব্দ জয় জয় ॥

নিরখিয়া সুসময় শোভমান সমুদয়
প্রবাহিত প্রেমের পাথার ।
গোবিন্দ সানন্দ মনে নিত্য ধাম বৃন্দাবনে
করিলেন লীলা চমৎকার ॥
পৌর্ণমাসী নিশা শেষে নিশানাথ নিদ্রাবেশে
নামিছেন অস্তাচল পাশে ।
গগনের পূর্ব্বভাগে দিনেশের অনুরাগে
উষাদেবী মৃদু মৃদু হাসে ॥
তখন বিপিনে হরি বিম্বাধরে বেণু ধরি
ধরিলেন গোপীগুণ গীত।

চতুর্দ্দিকে সুধাবর্ষে প্রাণীকুল পিয়ে হর্ষে
চরাচর হয় চমকিত ॥
প্রভাতীয় কলরব না করে বিহঙ্গ সব
আছে তারা শাখায় সুস্থির।
দিন পতি দুহিতার না হয় কল্লোল আর
শান্ত ভাব গতি অতি ধীর ॥
মলয়ার সমীরণ করি রব আকর্ণন
বৃন্দাবন নাপারে ত্যজিতে।
হইয়া প্রফুল্ল আস্য ফুল রাজি করে লাস্য
ধরাকোলে বেণূর ধ্বনিতে ॥
ঋষিগণ যেতে স্নানে মোহিত হইল গানে
পথে আর পদনাহি চলে।
শুনে তান তরুদল কত প্রেম অশ্রু জল
ফেলিতেছে শিশিরের ছলে ॥
ব্রজ গোপ বালা যত নিকেতনে নিদ্রাগত
বাঁশিরব শ্রবণে পশিল।
শুনি মাত্র চমকিত হয়ে সভে জাগরিত
নীলোৎপল নয়ন খুলিল ॥

দেখে গেছে গুরুজন করে নাই জাগরণ
আছে সভে সুখদ শয়নে।
শ্যামের বাঁশির গান হরেছে সভার জ্ঞান
দিয়ে হেন নিধূলি নয়নে ॥
সাজিল গোপের বালা লইল কুসুম মালা
আবীরাদি তুলসী চন্দন।
চন্দ্রজিনি জ্যোতিঃজলে চঞ্চল গমনে চলে
করিবারে শ্যাম দরশন ॥
আসিয়া নিকুঞ্জবনে প্রণমিয়া শ্রীচরণে
ভক্তিরসে প্রেম মিশাইয়া।
মুখে বলে হরি হরি কুতূহলে খেলে হরি
রাধাশ্যামে দোলে দোলাইয়া ॥
হইয়া আবীরে লাল লইয়া কানায়ে লাল
কতরূপ করিল বিলাস।
সেই অপরূপ লীলা যত্নসহ বিরচিলা
পুরাণেতে কবিবর ব্যাস ॥
অদ্যাপি ভারতবর্ষে বসন্ত আইলে হর্ষে
রাধা কৃষ্ণ যুগল মুরতি।

দোলে তুলে সমাদরে উল্লাসে উৎসব করে
হয়ে লোক প্রমোদিত অতি॥
নিশাতে অনলোৎসব মহানন্দে করে সব
বাজিপুঞ্জে গগন উজ্জ্বল।
দিনে দোলমঞ্চোপরি বসায় শ্রীমতী হরি
হয় সভে পুলকে বিহ্বল॥
স্থানে স্থানে যাত্রা হয় কৃষ্ণলীলা অভিনয়
করে কিবা বালক সকল।
সকলে আমোদে রত উড়ায় আবীর কত
রক্তবর্ণ ধরে ধরাতল॥
কেহ কেহ হরি গায় কেহ দেয় ফাগ গায়
কেহ করে কুঙ্কুম ক্ষেপণ।
কেহ লয়ে পিচকারি লোহিত গোলাপবারি
বরষিয়া ভিজায় বসন॥
বসেছে দোকান কত বিকি কিনি অবিরত
করে লোক হয়ে হরষিত।
নর নারী দলে দলে নানা সাজে পথে চলে
হয়ে তারা আবীরে লোহিত॥

দিবানিশি নৃত্যগীত নরকুল পুলকিত
মত্ত প্রায় যত হিন্দু স্থানী।
নিয়ত ফাগুয়া গায় কোলাহলে পথে ধায়
"হোরি হ্যায়" মুখে এই বাণী ॥

মনোহর সুসময় নিরানন্দ কেহ নয়
প্রেমোদিত মানব সকল।
অন্তরে উথলে সুখ হাসিতে শোভিত মুখ
শরীরেতে লাবণ্য উজ্জ্বল ॥
ধন হীন লোক যারা শীতের শাসনে তারা
দীন ভাবে ছিল দিন রাত।
অতি শুষ্ক কলেবর কম্পান্বিত থর থর
যোড় জানু বুকে দুটি হাত ॥
ঋতু রাজ আগমনে শুভকর সুপালনে
সভাকার দুঃখ যায় দূরে।
শরীর সরস হল দেহেতে পাইল বল
প্রেমানন্দে চিত্ত গেল পুরে ॥

শীত হতে পেয়ে ত্রাণ পুন যেন পায় প্রাণ
কুতূহলে কুঁদিয়া বেড়ায়।
কলেবর ঢাকিবার ভাবনা ত নাহি আর
যথা তথা সুখে নিদ্রা যায়॥
সমভাব সর্ব্বজনে দয়া দান দীনগণে
ধর্ম্মশীল ভূপতির ধর্ম্ম।
বসন্ত সুবোধ অতি দুঃখীরে সদয় অতি
হয়ে করে সেই রূপ কর্ম্ম॥

ফুরাইল যত চাস শ্রম হতে অবকাশ
কিছুদিন কৃষক পাইল।
মসিনা মটর সব মুগ বুট গম যব
মাঠ হতে ক্রমেতে উঠিল॥
অন্তরে সানন্দ হয়ে নিজ পরিবার লয়ে
ক্ষেত্র পাল বসিয়াছে বাসে।
সম্মুখেতে শিশু যত নেচে কুঁদে খেলে কত
দেখে কৃষী সুখার্ণবে ভাসে॥

উঠানে খড়ের পালা রোয়াকে গুণের ছালা
কোণে আছে জুয়াল নাঙ্গল।
অদূরে পথের কাছে বলদ বন্ধনে আছে
কৃষকের চাসের সম্বল॥
শ্রম সহ করে কর্ম্ম শির হতে পড়ে ঘর্ম্ম
মাঠে মাঠে খাটে চির কাল।
যদি কিছু দিন তরে গৃহে সুখ ভোগ করে
তাহে কেহ দিওনা জঞ্জাল॥
খন্দের অধিক অংশ কৌশলে করেছে ধ্বংশ
ভূমিস্বামী আর মহাজন।
অবশেষে ছিল যাহা ভাগ্য ক্রমে পেয়ে তাহা
কৃষকের পুলকিত মন॥
স্থির স্থির মহাজন স্থির ভূমি পতিগণ
আর কেন বাড়াইছ কর।
মূল আর মিতি বলে অনেক লয়েছ ছলে
ততোধিক বলে ভূমিকর॥
কেন কর সর্ব্বনাশ রাখ হে চাসের আশ
বৃক্ষ গেলে কি ফল পাইবে?

গেলে পরে দিন কত মাঠে খেঠে অবিরত
তোমাদেরি ভাণ্ডার ভরিবে ॥
শুন যত ভাগ্যবান কৃষীকুলে পীড়া দান
লোভ বশে করনা কখন ।
কৃষকের শ্রম ফলে থাকে দেশ সুমঙ্গলে
ভুঞ্জে সুখ রাজা প্রজা গণ ॥
আছে সভে কুতূহলে বিভব বিটপী তলে
ছায়া যার দুঃখ তাপ হরে ।
পারিসদ পক্ষী যায় বসিয়া সঙ্গীত গায়
মধুমাখা তোষামোদ স্বরে ॥
যার মিষ্ট ফল রসে কত লোক থাকে বশে
আমোদিত করে যার ফুলে ।
দেখ সেই তরুবরে কৃষক পালন করে
শ্রম জল ঢালি তার মূলে ॥
দেখ এ বসন্ত কালে কত কৃষী বানশালে
আছে ব্যস্ত লয়ে নিজ জন ।
মাঠ হতে ইক্ষু কাটি যতনে বাঁধিয়া আটি
কলে আনি করিছে পীড়ন ॥

দুই দন্ত একাকারে গায়ে গায়ে দুই ধারে
ঘোরে কল হয়ে পরবশ ।
ইক্ষু দণ্ড দন্তে ধরি চিবায় চীৎকার করি
অঙ্গবয়ে ফেলিতেছে রস ॥
অনলেতে চড়াইয়া সেই রস জ্বাল দিয়া
করে কৃষী গুড় অপরূপ ।
কিবা মিষ্ট তার তার না হয় তুলনা তার
থাক নর দেবতা লোলুপ ॥
গুড় হতে ভারে ভার হয় চিনি চমৎকার
সুধা সম যার আস্বাদন ।
ভোগ সুখ বাড়ে তায় নানা দেশে লয়ে যায়
বণিকেরা বাণিজ্য কারণ ॥
এই যে ভারতবর্ষে নভো হতে বর্ষে বর্ষে
বর্ষে বারি বারিধরগণ ।
সেই জলে যত চাষী উৎপাদিয়া শস্য রাশি
করে দেশ লক্ষ্মী নিকেতন ॥
যত ধনী মহাজন বাঁধে গোলা অগণন
পূরে তায় খন্দ নানা মত ।

প্রতুল ঐশ্বর্য্য হয় সতত স্বাধীন রয়
কত লোক হয় অনুগত ॥
বিপুল বাণিজ্য তরী ভারত সাগরোপরি
কত তার তটিনী উপরে।
বিশালাঙ্গ ভাসাইয়া ধ্বজ রাজি উড়াইয়া
জলোপরি কিবা শোভা ধরে ॥
গর্ব্বে যেন স্ফীত হয়ে চলেছে উদরে লয়ে
নানা দ্রব্য ভারত ভূজাত।
বাণিজ্য উন্নতি পায় দীনতা দূরেতে যায়
হয় আর অভাব নিপাত ॥
সৌভাগ্যের মূলাধার ভারতের অহঙ্কার
কৃষী-বলে জানিহ নিশ্চিত।
সে সভায় পীড়াদান ধন মদে অপমান
করা কভু না হয় উচিত ॥

হেথা ধনীগণ যত পেয়ে নিজ মনোমত
ভুঞ্জিতেছে আনন্দ অপার।

বসন্তের অধিকার শীত ভয় নাহি আর
নামাইছে বসনের ভার ॥
কাশ্মীয়ার জামিয়ার রুমাল দোশাল আর
লুই লেপ সভে লুকাইল।
অপরূপ আনারসী বাহারের বাণারসী
সমাদরে দরশন দিল ॥
দেখিতে সুন্দর অতি সুচিকণ সরবতী
সাজাইছে কত ধনী মানী।
মজেলিন মলমল করিতেছে ঝল মল
কার অঙ্গে উড়িছে উড়াণী ॥
যেমন সুবাস কায় তেমনি সুবাস তায়
লেবেণ্ডর গোলাপ আতর।
বিনোদী বিকাল বেলা চলেছে বাবুর মেলা
দরশনে অতি মনোহর ॥

এদিকে রবির রথ ভ্রমিয়া আকাশ পথ
অস্তাচলে করিছে গমন।

তাহার লোহিত ছটা   বিস্তারি অপূর্ব্ব ঘটা
সুশোভিল পশ্চিম গগন ॥
মন্দ মন্দ গন্ধবহ   নবীন পল্লব সহ
শান্ত ভাবে খেলে তরুপরে।
মুকুলিত সহকার   লইয়া সহায় তার
অকাতরে সৌরভ বিতরে ॥
পথের পাথিক যারা   নিজ নিজ স্থানে তারা
উত্তরিতে দ্রুত বেগে ধায়।
বিবিধ বিহঙ্গ সব   করি কল কল রব
উড়ে আসি বসিছে শাখায় ॥
গোপাল মনের সুখে   গোষ্ঠ হতে গৃহমুখে
আসিতেছে লয়ে ধেনু পাল।
সহজ মধুর স্বরে   উচ্চ রবে গান করে
দূর হতে শুনিতে রসাল ॥
গৃহ কাজ যত্নে সারি   যতেক যুবতী নারী
বিম্বাধর তাম্বূলে রঞ্জিয়া।
বসিল সানন্দ হয়ে   করেতে কুন্তল লয়ে
বিনাইতে বেণী বিনোদিয়া ॥

কনক অঙ্গুলি মাজে কেশ রাজি কিবা সাজে
দরশনে ভুলায় নয়ন।
যেন মধুব্রতাবলী চুম্বিয়া চম্পাক কলি
সারি দিয়া করিছে গমন॥
সম্মুখে মুকুর রেখে গ্রীবাভঙ্গে তাহে দেখে
নিজ রূপ নলিনী নয়নে।
শশী জিনি মুখ ভাতি দুলিছে অলকা পাতি
হেরে হাসে উল্লাসিত মনে॥
কত সতী কুলবতী করি ধীরি ধীরি গতি
যাইতেছে সরোবর কূলে।
কক্ষে ধরে বারি কুম্ভ বক্ষে শোভে করি কুম্ভ
দরশনে মুনি মন ভুলে॥
গূহ্ কথা পরস্পরে কহিতেছে মৃদুস্বরে
আস্য সদা হাস্যে সুশোভিত।
কি কব সে মুখ শোভা জগতের মনোলোভা
লাজে হল নলিনী মুদিত॥
এইরূপ দিন শেষে প্রকৃতি মোহন বেশে
সজ্জাকরি তোষে সর্ব্বজনে।

সুখবহ সুসময় পেয়ে যত ধনীচয়
যাইতেছে সমীর সেবনে ॥
কেহ অশ্বে কেহ গজে কেহ চলে পদব্রজে
কেহ করি গাড়ি আরোহণ ।
কেহ বন্ধুগণ লয়ে মনেতে প্রফুল্ল হয়ে
উপবনে করিছে অটন ॥
কেহ ভাগীরথী তীরে ভ্রমিতেছে ধীরে ধীরে
পরিপূর্ণ পুলকে অন্তর ।
সেবিতেছে সমীরণ করিতেছে দরশন
প্রদোষের শোভা মনোহর ॥
কাচ মণি সম জল মৃদু বাতে ঢল ঢল
মিলে তায় লোহিত কিরণ ।
করেছে মাধুরি অতি সিন্দূরে প্রকৃতি সতী
মাজে যেন দর্পণ আপন ॥
পর পারে তরু যত প্রতি বিম্বে নানা মত
জল মধ্যে জলের হিল্লোলে ।
কভু কভু লুপ্তকায় কভু স্থির দেখা যায়
কভু যেন বায়ু ভরে দোলে ॥

জলচর পক্ষীকুল ত্যজি তটিনীর কুল
ঊর্দ্ধে পক্ষ করিল বিস্তার।
তটিনীর দুই পাড়ে পরস্পরে রব ছাড়ে
চক্রবাক্ চক্রবাকী আর ॥
হাল দাঁড় লয়ে তুলে খুজি পুঁতি নদী কুলে
তরি তায় করিয়া বন্ধন।
ক্ষুধাতুর মাঝীগণ হয়ে অতি সযতন
চুল্লী ঘেরি করিছে রন্ধন ॥
প্রাচীন ব্রাহ্মণ কত হইলেন সমাগত
দেবীতীরে ভক্তিযুক্ত মনে।
পূত বারি স্পর্শ করি যজ্ঞসূত্র করে ধরি
বসিলেন সন্ধ্যার বন্দনে ॥
দ্বিজ গণ দরশনে তট বিহারীর মনে
কত ভাব লাগিল উঠিতে।
মগ্ন হয়ে চিন্তারসে তটিনীর তীরে বসে
এই রূপ লাগিল ভাবিতে ॥
" এই ত ব্রাহ্মণ বংশ নরকুল অবতংস
এক কাল ছিল ধরাতলে।

সদানন্দ সদাচারী মূল আর ফলাহারী
স্বল্পাকাঙ্ক্ষী ছিলেন সকলে ॥
সামান্য বিষয় রসে জঘন্য ধনের বশে
কভু নাহি রাখিতেন মন।
পরিয়া বল্কল বাস করিয়া কুটীর বাস
করিতেন ব্রহ্ম নিরূপণ ॥
পাপ তাপ শোক শূন্য জপ যাগ জন্য পুণ্য
লভিতেন হয়ে ধর্ম্মে রত।
হইয়া অনন্যমনা নানা জ্ঞান গবেষণা
করিতেন যত্নে অবিরত ॥
অতি পূর্ব্বতন কালে অজ্ঞানতা তমোজালে
অন্য দেশ আছন্ন যখন।
ভারতে ব্রাহ্মণ জাতি বিদ্যার বিমল ভাতি
করিলেন বিস্তার তখন ॥
বেদ শাস্ত্র চমৎকার ব্রহ্মজ্ঞান তত্ত্ব যার
কহিলেন করিয়া যতন।
রচিলেন কাব্য কত দর্শন বিবিধ মত
যার ভাবে মুগ্ধ জন গণ ॥

মার্জ্জিত করিল ভাষা কেহ নাহি করে আশা
করিবারে সমতুল যার।
গ্রহ উপগ্রহ আর করি ক্রমে অধিকার
জ্যোতির্জ্ঞান করিল প্রচার ॥
এই রূপ শুভকরী বিদ্যারূপা কীর্ত্তি করি
সাধিলেন মঙ্গল বিস্তর।
স্বাধীন ভারতবর্ষে সভ্যতার সুধা বর্ষে
ঋষিদের জ্ঞান সুধাকর ॥
নানাবিধ গুণগ্রামে ভূতলে ভূদেব নামে
আছিলেন ভক্তির ভাজন।
সমুকুট শিরে নত হয়ে নরপতি যত
পূজিতেন বিপ্রের চরণ ॥
কিন্তু কিবা চমৎকার কোথা সেই জ্ঞান তার
কোথা সেই মানের প্রভাব।
কোথা সেই ঋষিগণ কোথা সেই সুশোভন
ভারতের সমুজ্জ্বল ভাব ॥
কালেতে সকল হয় সৃজন পালন লয়
হইতেছে কালের কৌশলে।

কালে বৃদ্ধি কালে হ্রাস   কাল সবে করে গ্রাস
আপনার করাল কবলে ॥
কালে জল স্থল হয়   স্থল কালে জল ময়
কালে গিরি যায় রসাতল।
কালে বন রাজধানী   রাজধানী অরণ্যানী
করে ক্রমে কাল মহাবল ॥
শুষ্ক এই তরুবর   ছিল কিবা শোভাকর
প্রাণীপুঞ্জে ফলেতে ভূষিত।
বিস্তারি বিশাল কায়া   পথিকের দিয়ে ছায়া
নিজ তলে সুখেতে রাখিত ॥
কত নর কত নারী   মূল দেশে দিয়ে বারি
ভক্তি ভরে পালিত তাহায়।
বসন্তে ছাড়িয়া তান   গাইত মধুর গান
পক্ষী যত বসিয়া শাখায় ॥
শেষে নিদারুণ কাল   ভাঙ্গিল সকল ডাল
তুলে এক প্রবল পবন।
বিনাশিল শোভা তার   উপকারী শক্তি আর
একে বারে করিল নিধন ॥

কীট তাহে দিন দিন করিতেছে রসহীন
সার তার করিয়া ভক্ষণ।
ক্রমে শুষ্ক কলেবর হয়ে শাখি জর জর
করে কবে ভূমিতে শয়ন ॥
এই রূপে দ্বিজ যত হইয়াছে শোভা হত
শক্তি শূন্য হয়েছে এখন।
নাহি বুদ্ধি বল আর সমাজ শাসন ভার
নাহি পারে করিতে বহন ॥
যে দিন যবন গণ মহাবল প্রভঞ্জন
ভাবে এই ভারতে আইল।
তদবধি ক্ষীণক্ষুণ্ন তেজোরূপ শোভা শূন্য
বিপ্রকুল হইতে লাগিল ॥
নীচাশয় কীট হয়ে অন্তরে আবাস লয়ে
উদারতা নাশিছে আবার।
এই হেতু দ্বিজদল দিন দিন হীন বল
দিন দিন হতেছে অসার ॥”
এই রূপ চিন্তা করি নদী কূল পরিহরি
চলে তট বিহারি তখন।

হেথা ক্রমে বিভাবরী তিমির বসন পরি
ধরাতলে দিল দরশন ॥
দেবীর চিকুর জাল ঘেরিয়া সাজায় ভাল
হীরাবলি তারাবলি ছলে ।
খদ্যোত নিকর তায় শ্যামকায় শোভা পায়
পুঞ্জ পুঞ্জ পদ্ম রাগ জ্বলে ॥
ঘরে ঘরে যত বালা জ্বালিয়া দীপের মালা
করে যেন আরতি দেবীর ।
আমোদিত শিশুদল করিতেছে কোলাহল
মাতৃ কোলে কেহ বা সুস্থির ॥
শঙ্খ ঘণ্টা করতাল মধুর মৃদঙ্গ তাল
বাজিতেছে মঙ্গল বিধানে ।
কীর্ত্তন কুশল যারা প্রেমানন্দে মাতি তারা
করে গান ভূপালী কল্যাণে ॥
হের রম্য হর্ম্ম্যচয় হইল আলোক ময়
নানা সাজে অতি সুশোভিত ।
বসে তায় ধনী গণ নানা বিধ আলাপন
করিতেছে বান্ধব সহিত ॥

কোথাও পণ্ডিত লয়ে ভক্তি রসে মগ্ন হয়ে
শাস্ত্র কথা শুনিছে সকলে।
কোথাও রসিক গণ আমোদে ডুবায় মন
কমনীয় কাহিনী কৌশলে॥
কালোয়াত কোন স্থানে নৈপুণ্য দেখায় গানে
কোন স্থানে বাজিছে সেতার।
কিবা রস তার তারে বোধ হয় তারে তারে
তার নয় সুধার আধার॥
কোথাও প্রেমারা তাস করিতেছে সর্ব্বনাশ
দেখেও না দেখে মূঢ় জন।
কোথাও টেবিল ঘেরি চলিছে শ্যাম্পেন সেরি
পানে সবে পুলকিত মন॥
কেহ নাচে কেহ গায় কেহ ঢলে পড়ে গায়
কেহ হাসে মনের উল্লাসে।
কেহ এলো কথা কয় কেহ বা নীরব হয়
কেহ সুখ পারাবারে ভাসে॥
এই রূপ বাবু যত আমোদ বিবিধ মত
করি সবে ক্রমে হয় স্থির।

হাসি হাসি স্রোতস্বতী   করি ধীরি ধীরি গতি
নিজ নাথ সিন্ধু পাশে যায়।
প্রতিবিম্ব তারকার   যেন কত হীরাহার
তটিনীর অঙ্গে শোভা পায়॥
মলয়ার সমীরণ   প্রবেশিয়া ফুল বন
করিয়াছে সৌরভ হরণ।
এখন তাহার ভারে   ত্বরাকরি যেতে নারে
মন্দ মন্দ করিছে গমন॥
লতিকারে কোলে নয়ে   নিতান্ত নীরব হয়ে
স্থির ভাবে আছে তরু চয়।
প্রিয়তম নিদ্রা যায়   পাছে বিঘ্ন হয় তায়
নাহি নড়ে কথা নাহি কয়॥
শ্রান্তি যুক্ত যত নর   পেয়ে এই মনোহর
সুখকর সীতল সময়।
শয্যায় শয়ন করি   লইয়াছে স্বাস্থ্যকরী
নেত্রচরী নিদ্রার আশ্রয়॥
শান্তির কোমল কর   ব্যাপিয়াছে চরাচর
সুধাসিক্ত বসুধার লোক।

মনের বেদনা লুপ্ত দেহের চেতনা সুপ্ত
দূরে গেছে চিন্তা তাপশোকে ॥
কিন্তু কিবা অপরূপ নিদ্রাযোগে কতরূপ
কতজন করে দরশন।
দেখে নানা বিধস্থান মত লোকবিদ্যমান
হয়ে করে কত আলাপন ॥
চিত্তে নাহি জ্ঞানভাব অথচ বিবিধ ভাব
আবির্ভূত ভাবনা আগারে।
কার তাহে সুখোদয় কাহার অন্তরে ভয়
কেহ ভাসে শোক পারাবারে।
কোথায় যুবতী সতী বিরহে বিধুরা অতি
প্রাণ পতি ভাবিতে ভাবিতে ॥
হয়ে এলালিত কেশ অতিদীন হীনবেশ
নিদ্রাগেছে কাঁদিতে কাঁদিতে।
এখন স্বপন বশে দেখে পতিকাছে বসে
হেরিতেছে সতৃষ্ণ নয়নে।
যেন সেই প্রেয়সীর বিগলিত আঁখিনীর
মুছাইছে কতই যতনে ॥

বসাইয়া নিজপাশে বেঁধেদেয় কেশ পাশ
নিজকরে আদর করিয়া।
রতনের কৌটাখুলি মুকুতার মালাতুলি
গলদেশে দেয় পরাইয়া॥
যে কান্তে একান্ত মন করে সদা আকিঞ্চন
আঁখি সদাচায় দেখিবারে।
হেরিতার বিধু মুখ দূরে যায় সবদুখ
ভাসে সতী প্রেমের পাঁথারে॥
অধরে নাহাসিধরে মধুমাখা মৃদুস্বরে
বলিতেছে অমিয় বচন।
ওহে নাথ জীবিতেশ গিয়াছিলে কোন দেশ
বল তথা ছিলে হে কেমন॥
ওহে সখা কোনছলে তোমার অধিনী বলে
কভুকি হ আমার ভাবিতে।
আমি অতি অভাগিনী চিরদিন বিরহিণী
তব সেবা না পাই করিতে॥
বহু দিন পরে নাথ মিলন তোমার সাথ
প্রণিপাত বিধাতার পায়।

ধর ধর পা'ব ধর ক্ষণেক বিশ্রাম কর
আছেকথা তোমায় আমায় ।।
হেন রূপ সম্ভাষিয়া দেয় হাত বাড়াইয়া
লাগে কর পালঙ্ক দণ্ডায় ।
কঙ্কণের রুনৎকার স্বপ্ন সুখ নাহি আর
আঁখি জলে বক্ষ ভেষে যায় ॥
যেই প্রিয় পরিবার প্রিয় জন্ম ভূমি আর
ভাবে সদা বিদেশে প্রবাসী ।
সেই প্রিয়ে পরিজন করিতেছে দরশন
স্বপ্নাবেশে নিজ দেশে আসি ।।
অতি আদরের ধন সুকুমার শিশুগণ
খেলিতেছে হয়ে কুতুহলি ।
হাসি হাসি কাছে যায় আহা কিবা শোভা তায়
প্রকৃতির স্নেহের পুতলি ।
কোন শিশু টলি টলি ধীরি ধীরি যায় চলি
যায় আর পড়িছে ভুতলে ॥
জননী যতনে তায় কোলে তুলি চুম খায়
বিধু নিন্দি বদন কমলে ।।

কণ্ঠে পরি কণ্ঠ মালা   নবীন কুমারী বালা
খেলাঘর পাতি আঙ্গিনায়।
সঙ্গে লয়ে সঙ্গি যত   রাঁধা বাড়া নানা মত
ধুলা খেলা খেলিছে তাহায় ॥
চেল চীর পরাইয়া   নানা সাজে সাজাইয়া
নানা বিধি বিচিত্র পুতুল।
বেটা আর মেয়ে বলে   বিয়ে দেয় কুতূহলে
ভুঞ্জে সবে আনন্দ অতুল ॥
এ ভাব বিনয় পায়   যেন লুকাইয়া যায়
অন্য ভাব হয় উপনীত।
অকালে যে মিত্রবর   গিয়াছেন লোকান্তর
তাঁর রূপ হেরে আচম্বিত ॥
মূর্ত্তি অতি সুগভীর   ক্ষীণ অঙ্গ অতি ধীর
খর্ব্ব কিছু বরণ শ্যামল।
নাশা ওষ্ঠ সুনির্ম্মিত   স্থূল গোপ সুশোভিত
যুক্ত ভুরু নয়ন উজ্জ্বল ॥
সখা সঙ্গ সখা পেয়ে   পরস্পর মুখ দিয়ে
করিতেছে কত আলাপন।

প্রেয়সীর অনুরক্তি ভাইদের ভাবভক্তি
প্রতিবেশী যে জন যেমন ।।
যেন আর দোহে মেলি আমোদে করিছে কেলি
আনাইয়া সুবিচিত্র তাস।
বিবিধ কথার ছলে কৌতুক বিদ্রূপ চলে
হয় নানা বিধ পরিহাস ।।
স্বপ্নের বিচিত্ররঙ্গ গড়িতে গড়িতে ভঙ্গ
করে সব এই ব্যবহার।
কোথা পুত্র পরিবার কোথা সেই মিত্র আর
সবে মাত্র আছে অন্ধকার ।।
ভ্রমিতীর্থ বহুতর দেখিয়াছে যেই নর
শৈল সিন্ধু সাগর নগর।
নিদ্রায় স্বপন তায় দেখাইছে পুনরায়
সেই সব শোভা মনোহর ॥
নিরখিছে তীর্থ কাশী যেখানে জাহ্নবী আসি
হয়েছেন উত্তর বাহিনা।
অতি রমনীয় ধাম আনন্দ কানন নাম
শোভা যার মানস মোহিনী ।।

শত শত শিবমঠ সাজায়ে তটিনীতট
ধ্বজারাজি উড়ায় বিমানে।
শোভেকত বান্ধাঘাট বিবিধ দোকান পাট
বাটীঘর নির্ম্মিত পাষাণে ॥

দেবপূজা হোম যাগ তপ জপ অনুরাগ
বেদ পাঠ করে দ্বিজকত।
সিদ্ধ সাধু দণ্ডধারী বান প্রস্থব্রহ্মচারী
কেহ ভ্রমে কেহ যোগে রত ॥
কোথায় ভিক্ষুকদল করিতেছে কোলাহল
ঘেরেলয়ে যত যাত্রী গণ।
কোন স্থানে পুণ্যবান করিতেছে অন্নদান
কোনস্থানে কুমারী ভোজন ॥
সকলে ভ্রমিছে চলি শিবলিঙ্গ অলিগলি
কুতূহলে হেরিছে নয়নে।
কতই কুলের নারী ঘটে পূরি পূতবারি
যাইতেছে আনন্দিত মনে ॥
কিবাস্থান মনোহর রাজা যায় বিশ্বেশ্বর
ভগবতী অন্নপূর্ণা রাণী।

পুলকিত যত নর বোম বোম হর হর
সবাকার মুখে এই বাণী ॥
এই ভাব পরি হরি যেন আনি শৈলোপরি
অকস্মাৎ হেরে হরি দ্বার।
যথা হতে বস্থ ধায় মন্দাকিনী ধারা ধায়
দরশনে অতি চমৎকার ॥
নগরাজ হিমালয় ভেদ করি মেঘালয়
উর্দ্ধে যেন মাপে নভোদেশ।
হারে যবে শৃঙ্গ রাজি তুষার ভূষণে সাজি
দেখাইছে আশ্চর্য্য অশেষ ॥
উজ্জ্বল ভানুর করে রূপা জিনি রূপা ধরে
রুক্ষ মক্ষ অতি শোভাকর।
দেখে হয় অনুমান হবে বুঝি এই স্থান
উমেশের কৈলাস শিখর।
কঙ্কালে চরিছে ঘন তলে কত তরুগন
ফুলফলে হয়েছে ভূষিত।
আহা কি অপূর্ব্বসাজ ধরেছে পাষাণ রাজ
নিরখিলে আঁখি পুলকিত ॥

মাধুর্য্য আশ্চর্য্য ভাব উভয়ের আবির্ভাব
নাহি তার বৃহত্ত্বের সীমা ।
স্বপ্নবলে সুপ্তনর ধন্য ধন্য কারিকর
ধন্য তার অনন্ত মহিমা ॥

নিদাঘ।

প্রবল প্রতাপে আর প্রখর কিরণে
তীক্ষ্ণকর প্রভাকর প্রকাশে গগণে;
প্রভূত প্রচণ্ড প্রভা, পাবক প্রজ্বল
ঝলকে ঝলকে ঝরি ঝলসে ভূতল;
রুষিয়া শুষিয়া লয় সরসীর জল;
স্রোতস্বতী মন্দগতি দুঃখেতে দুর্ব্বল;
শুকাইয়া তরু ত্যজি তলে পড়ে ফল;
দুঃসহ দীধিতি দেখ দহে দুর্ব্বাদল;
সন্তপ্ত সিকতা রাশি যেন বহ্নিস্থল,
সাধ্যকার তদুপরি পাতে পদতল?
বাল বৃদ্ধ কিবা যুবা অস্থির সকল;
চর্ম্ম ভেদী ঘর্ম্ম বহে দেহে নাহি বল;
তৃষাতুর হয়ে সবে বিষম বিকল,
হা জল যো জল মুখে বলিছে কেবল;
মধ্যাহ্নেতে মধ্যে মধ্যে পবন সঞ্চার,
বায়ু সঙ্গে লাগে অঙ্গে জ্বলন্ত অঙ্গার;
রস বিনা মাটী ফাটে হয়েছে চৌচির;

বদন মিলিয়া যেন ধরা চাহে নীর;
ধুউধূ করিছে মাঠ দূর দরশনে,
জলাশয় জ্ঞান হয় রবির কিরণে,
পিপাসু পথিক কত মনের উল্লাসে,
ত্বরা করি সেই দিকে ধায় জল আশে;
যত ধায় মরীচিকা তত যায় সরে,
অবশেষে শ্রান্ত পান্থ হাহাকার করে।
দারুণ রৌদ্রের রাগ চাহা নাহি যায়,
অসহ্য গরল রাশি ঢালিতেছে গায়;
তপনের তাপ হেরে মনে হয় ভয়,
বিশ্ব বিনাশিয়া বুঝি করিবে প্রলয়;
যেমন, সংহার মূর্ত্তি ধরি মহা কাল
রোষ ভরে লয়ে করে ত্রিশূল বিশাল
মহাদর্পে বিশ্বমাঝে করিছে ভ্রমণ,
—ভীমাকার ভয়ঙ্কর ভীষণ দর্শন—
ধবক্ ধবক্ জলে বহ্নি ললাট হইতে,
ত্রাহি ত্রাহি বলে জীব না পারে সহিতে;
তাহাতে ত্রিশূলাঘাত হতেছে আবার,
সৃষ্টি নষ্ট হয় বুঝি না দেখি নিস্তার!

সেইরূপ, রৌদ্র পতি মহা রুদ্রবেশে
প্রভাপুঞ্জ পরাক্রমে ভ্রমে নভোদেশে;
দিগদাহ তেজ রাশি ঢালে ভূমণ্ডলে,
শত শত তপ্ত শূল বিঁধিছে সকলে;
সমাকুল প্রাণীকুল জ্বলিছে জ্বালায়;
যাতনায় কত জীব যমালয়ে যায়;
জীবন নাশক একি দেখি রবি কোপ,
সংসার সংহার হয় সৃষ্টি পায় লোপ;
ভয়ানক ভাব দেখে মনে এই হয়,
তপন হয়েছে যেন তপন তনয়॥

মধ্যাহ্ন সময়, মহী দীপ্তিময়,
সন্তাপিত চরাচর,
কে হয় বাহির? হানিছে মিহির
খরতর খরশর;
পথে চলাচল হইল বিরল,
পুড়িতেছে ধরাতল,
যত জীবকুল তৃষায় আকুল,
বহে দেহে শ্রমজল;

তরুর ছায়ায় শরীর জুড়ায়,
কেহ কেহ গুহা বাসী;
কেহ নদে গিয়া অঙ্গ ডুবাইয়া,
আছে পেয়ে জল রাশি;
পুণ্যবান্‌গণ করেছে স্থাপন
জল ছত্র স্থানে স্থানে,
তৃষায় কাতর পথিক বিস্তর
ধাইতেছে সেইখানে;
মৃগেন্দ্র, শার্দ্দূল, হিংস্র পশুকুল,
সুস্থির বিবরোদরে;
হইয়া নীরব আছে পক্ষী সব
পাতা ঢাকা তরূপরে;
মহিষ সকলে পঙ্কিল পল্বলে
ধাইছে তাপিত হয়ে;
কতই মাতঙ্গ ঢালিয়াছে অঙ্গ
বড় বড় জলাশয়ে;
দূর দরশনে, দেখায় নয়নে,
যেন কত শিলাখণ্ড
ভাঙ্গিয়া প্রলয়ে গিরিচ্যুত হয়ে,

পড়ে আছে লণ্ড ভণ্ড;
শিশু গোপচয় লয়েছে আশ্রয়
বট বিটপীর তলে;
বাজায় বাঁশরী, দোলে জটা ধরি,
কেহ ঘুমে ঢুলে চলে;
শ্যামলী, ধবলী, গাভী বৎসাবলী,
ধীরে ধীরে পাশে চরে,
করিয়া শয়ন, গিলিত চর্ব্বণ
কত ধেনুগণ করে;
কাছে বহে বিল লইয়া সলিল
মৃদুভাবে ধীরে ধীরে,
তপন জ্বালায় ধায় পিপাসায়
কত গাভী তার তীরে;
অনেক রাখাল ছাড়ি ধেনু পাল
ধেয়ে গিয়ে সেই জলে,
পিপাসা নিবারে, কেহ বা সাঁতারে,
পদ্মবন কেহ দলে;
মাঠে হল দিয়া, বলদ লইয়া,
দেখ কৃষী দেয় চাষ,

তাপে অঙ্গ দহে, শ্রম বারি বহে,
বহে ঘন ঘন শ্বাস,
মস্তক উপর ঢালে প্রভাকর
কিরণ অনলসম,
তথাপি আয়াসে রত হয়ে চাষে
করিছে কতই শ্রম;
শ্রান্ত হয়ে পরে হল পরিহরে
অবলম্বে তরুতল,
যথা নারী তার এনেছে আহার,
আর সুশীতল জল;
প্রবল ক্ষুধায় সুখে কৃষি খায়
যেমন সুধার তারে;
সে তার কেমন, নাহি ধনীগণ
জানে, পলান্ন আহারে।
হেন খরতর তপনের কর,
গ্রীষ্ম তাহে অতিশয়,
তবু নানা কাজে নগরের মাঝে
আছে ব্যস্ত লোকচয়;
গরুর শকট নিনাদে বিকট

নানাবিধ বোঝাভারে
চলে পথ যুড়ে, ধূলারাশি উড়ে,
কেহ পথে যেতে নারে;
কেহ চড়ি গাড়ি যায় তাড়া তাড়ি,
কারো ছত্র আচ্ছাদন,
কেহ পরস্কন্ধে চলিছে আনন্দে,
করি পাল্কী আরোহণ;
শিরেতে তপন সহি কত জন
পাদব্রজে করে গতি,
ঘেমেছে প্রচুর, তৃষায় আতুর,
তবু কাজে ব্যগ্র অতি;
বিবিধ আশয়ে ব্যস্ত সব হয়ে
এইরূপ আসে যায়,
রাজ নিকেতনে, বাণিজ্য ভবনে,
কিম্বা পণ্যবীথিকায়;
এ হেন সময়, ভাগ্যধর চয়,
সুশীতল তল ঘরে
পাতি পরিপাটী সুশীতল পাটী
রয়েছে শয়ন করে;

শাণে ঢালি বারি, তক্তাপোষ সারি
বিস্তারিয়া কেহ তায়,
সুজনি সুন্দর, সুখদ শাবর,
পাতি, সুখে নিদ্রা যায়;
খশখশে টাটি কৌশলেতে আঁটি
রাখিয়াছে দ্বারে দ্বারে,
কিঙ্কর সকল ছিটাইয়া জল,
দেয় তাতে বারে বারে;
উশীরের মূল, নানাবিধ ফুল,
সুবাসিত করে গেহ,
টানাপাখা তায় ডাকিছে নিদ্রায়
দোলাইয়া নিজ দেহ;
দেখ এই মত ভাগ্যধর যত
আছে কথঞ্চিৎ সুখে,
দীন হীন জন অসহ্য তপন-
কিরণে দহিছে দুখে;
নাহি দাসী, দাস, নাহি ভাল বাস,
রৌদ্র রাগ নিবারিতে,
আবার তাহায় উদরের দায়

হয় কতই খাটিতে;
দগ্ধ হয়ে করে ছট্ ফট্ করে,
দাব দগ্ধ মৃগ প্রায়,
নাহি পরিত্রাণ, কতজন প্রাণ
ত্যজি, যমালয়ে যায়।

সম্বর সম্বর রোষ দেব অংশুমালি!
কেন দহ জীবকুল বহ্নি রাশি ঢালি?
জগৎ জীবন তুমি জগৎ পালক!
তোমার আলোকে হয় বিশ্বের পুলক;
আশ্চর্য্য আধার এই বিশাল সংসার,
তোমার প্রকাশে হয় প্রকাশ ইহার;
তুমি না থাকিলে দেব! সকলি আঁধার,
না হইত চরাচরে আনন্দ প্রচার;
যে দেশে তোমার কর না করে প্রবেশ,
সে দেশে উল্লাস নাই, নাহি সুখ লেশ;
তোমার দীধিতি বিনা না হয় দিবস;
নিরন্তর নিশা তথা পালিছে তামস;
ফল ফুলে সুশোভিত সুরম্য কানন,

জীবের জীবন যাহা—মহীর ভূষণ—
অলঙ্কৃত সেই দেশ কভু নাহি করে,
শ্যামল দুর্ব্বার দল ধরা নাহি ধরে;
কেবল কুহেলীসহ তুষার অশেষ
আবরিয়া অনিবার আছে সেই দেশ;
প্রকৃতি হয়েছে যেন বিধবা সেথায়;
বেশ ভূষা নাহি তাই ধরে নিজকায়,
পরিহরি নীল নিভ বিচিত্র বসন
মলিন ধবল ধব করিয়া পিন্ধন,
আস্যে হাস্য নাই আর বিমর্ষ বয়ান,
মৌনভাবে থাকে দেবী হয়ে ম্রিয়মাণ।
এই দশা দিনমণি বিরহে তোমার,
স্বভাবে অভাবে তব দুখ অনিবার,
তোমার বিভাতি বিনা বিশ্ব নাহি ভাসে,
নাহি হয় চরাচর উৎফুল্ল উল্লাসে;
তব গুণে তরু লতা শোভা ধরে স্থলে,
কমনীয়া কমলিনী হাস্যমুখী জলে;
জলদানে জগতের করিতে পালন
অম্বরে অম্বুদগণে দিতেছ জীবন;

তোমা হতে সভাকার   পোষণ ভূষণ
তোমার উচিত নয়   করিতে নিধন।
স্তবে যেন দিনেশের   দয়া উপজিল,
আপনার করজাল   গুড়াতে লাগিল,
ধীরে ধীরে যায় চলি   পশ্চিম অচল;
ক্রমে ক্ষিতি ছায়াময়,   ক্রমেতে শীতল;
দক্ষিণ হইতে বহে   সুমন্দ বাতাস
—প্রকৃতি পাইয়া ত্রাণ   ছাড়িল নিশ্বাস—
শালগ্রাম ঝাল্লা বারি   করি পরি হার
এখন দিলেন আসি   সিংহাসনে বার,
গৃহস্বামী বৈকালিক   বিবিধ প্রকার
ভক্তিনত হয়ে দেবে   দেয় উপহার,
পুলকিত পুরোহিত   করে নিবেদন;
মাথে লয়ে দ্বিজালয়ে   যায় ভৃত্যগণ;
ছাল ছোলা ডাব,   আর মুগের দ্বিদল,
তরমুজ, খরমুজ,   পেঁপে, পানিফল,
আম্র, ইক্ষু, আলু, লোনা,   কদলী, কেসুর,
সুগন্ধ গোলাপ জাম,   সুমিষ্ট খর্জ্জুর,
ফুটী, কলা, লিচু, শশা,   বেল, বেলপানা,

মিছরি, মাখন, সর, দধি, দুগ্ধ, ছানা,
মণ্ডা, মুণ্ডী, ক্ষীর ছাঁচ বিবিধ প্রকার,
চতুর্থীর চন্দ্রাকৃতি চন্দ্রপুলি আর,
—এইরূপ নানা দ্রব্য থালে থালে শোভে,
পড়িলে নয়ন তায় লাল সরে লোভে,
দেবদ্রব্য দ্বিজে লভে, লোভে কাজ নাই,
দিন যায় চল সবে অটনেতে যাই——
দেখ এই সহকারে, যার শাখা, ফলভারে
ঝুলিতেছে, হয়ে অবনত,
কত পক্ক ফল তায় স্বর্ণ বর্ণে শোভাপায়,
লোভে উড়ে আসে পক্ষী কত;
বিধিকত পুণ্যফলে করিয়াছে আম্রফলে,
তুল্য তার নাহি কোন খানে,
লাজে সুধা অভিমানী, পলায়েছে হারিমানী,
সকলঙ্ক শশী সন্নিধানে।
এদিগে কাঁটাল গাছে, দেখ কিবা ফলিয়াছে,
গায়ে গায়ে কত বড় ফল,
দর্শনে বৃহদাকার, আস্বাদনে চমৎকার,
হেন ফল জগতে বিরল।

পাকিতেছে নিচুফল, পাছে খায় পক্ষীদল,
এইভয়ে ঘেরিয়াছে জালে;
কিবা রাঙ্গা টুক টুক, খাইতে বড়ই সুখ,
তাপবহ নিদাঘের কালে;
ঝুলিছে গোলাম জাম, গন্ধ যার অভিরাম,
ভক্ষণেতে মিষ্ট তার পাই;
দেশী জাম কালকাল, মজাইয়া খেতে ভাল,
কিন্তু আজো পাক ধরে নাই;
সবুজ পত্রের মাঝে, লোহিত বরণে সাজে
শত শত সুস্বাদু মাদার;
বিছাইয়া তরুতল পড়িছে জাম্রুল ফল,
ডালে ডালে শোভে কত আর;
এইরূপ তরু রাজি নানাবিধ ফলে সাজি
আহামরি কিবা শোভমান।
পক্ষীকুল বসে তায়, কল কণ্ঠে কিবা গায়,
মৃদুস্বরে বৈকালিক গান;
আর কর দরশন কত বিহঙ্গিনীগণ
করিতেছে অপূর্ব্ব কুলায়,
নানাস্থান বেড়াইয়া, তৃণলোম আহরিয়া

পুনঃ পুনঃ তরূপরি ধায়;
কেহবা যতন করি, আছে বসে নীড়োপরি,
অঙ্গতাপে ডিম্ব ফুটাইতে,
কেহ কেহ ব্যগ্র হয়ে আসিছে আহার লয়ে
নিজ নিজ শাবক পালিতে।
এসব দর্শন হলো, অন্য দিগে যাই চল,
হেথা আর নাহি প্রয়োজন,
চল হেরি অন্যভাব, অতুল্ল আনন্দ লাভ
যাহাহতে করিবে নয়ন।
এসো এই ফুলোদ্যানে, সুখ শোভা যেইখানে
দোঁহে মেলি করিছে বসতি;
মানবের কারিকরি, প্রকৃতি আশ্রয় করি
করিয়াছে অপরূপ অতি;
মিলাইয়া লতাপুঞ্জ, কত কমনীয়কুঞ্জ
কারুগণ করেছে কৌশলে,
আহা কিবা মনোহর, উদ্যানের শোভাকর,
দেখ দেখ নয়ন যুগলে;
ঘনপত্র আচ্ছাদিত, হয়ে তাহে বিকশিত
ফুল দল ধরে কিবা সাজ;

দূরে হেরে জ্ঞান হয়, সবুজ সাটীন ময়
হীরা পান্না মুকুতার কাজ;
মধ্যাহ্নের দিবাকর তার মধ্যে নিজকর
নাহি পারে করিতে চালন,
কেমন সুন্দর তল, সদাতন সুশীতল,
নিদাঘেতে নিদ্রা নিকেতন।
পাষাণে নির্ম্মাণ করা কত চারু চবুতরা
সুশোভিত করেছে উদ্যান,
সুধাংশুর বেদীসম, দরশনে মনোরম,
বিকালেতে বিরামের স্থান।
এদিগে ভ্রমণ করি, নিরিখ নয়ন ভরি,
অপরূপ কৌশল চাতুরি—
ফুয়ারা ফুৎকারে বারি, ধারা উঠে সারি সারি,
মরি কিবা মোহিনী মাধুরি!
কৃত্রিম কুসুম চারা বিদরিয়া পড়ে ধারা,
উঠে, আর পড়ে ঝর ঝর;
অস্তগামী রবিকরে, বিচিত্র বরণ ধরে
সুবিমল সলিল শীকর;
জ্ঞান হয় ভোগবতী ভেদকরি বসুমতী

নানাধারে নিজ ধারা তোলে;
সেই স্রোত জলে ভাসি উঠি নানা রত্ন রাশি
নেচে নেচে পড়ে ধরা কোলে;
দেখ আর পরিপাটী, কেমন কুসুম বাটী
সাজায়েছে আনন্দ আরাম—
ফুল রাজি নানা জাতি বিকাশে বিবিধ ভাতি,
নাহি হেথা শোভার বিরাম;
হইয়া প্রফুল্ল আস্য কত ফুল করে হাস্য
বিস্তারিয়া সৌরভ গৌরব;
রূপ আভা নানামত, ধরিয়া কুসুম কত
ইন্দ্রধনু করে পরাভব;
নভোপানে নিরখিয়া, কেহ হাসে মুচকিয়া
শশী আশে ভাসে মনোসুখে;
তপন বিরহে কেহ হইয়া মলিন দেহ
মুদে আঁখি অবনত মুখে;
কেহবা রহস্য রঙ্গে, ঢলে পড়ে সখি অঙ্গে;
ঈর্ষাভাবে কেহবা বিরূপ;
কতই কুসুম দল, রসে তনু ঢল ঢল,
দেখে ধায় লোলুপ ম ধুপ;

কিবা স্থান সুশোভন, নিন্দিয়া নন্দন বন
ধরাতল করেছে উজ্জ্বল,
নয়নের অভিরাম, নাসার আনন্দ ধাম,
নিরানন্দ নিপাতের স্থল;
পুষ্পবাটী পরিহরি, চরণ চালন করি
চল যাই দেখি সরোবর,
বসি এই তরু তলে, কর দৃষ্টি কুতূহলে,
তীরে নীরে শোভা মনোহর।
কেমন শাণের ঘাট, কিবা সিঁড়ি পাটে পাট,
কিবা আর সুচারু চাতাল,
বকুল বিটপী তাতে, সুশীতল ছায়া পাতে,
বিস্তারিয়া মাধুরি বিশাল;
হংসী সহ হংস মেলি কৌতুকে করিছে কেলি,
মাঝে মাঝে করে কল কল,
বিমল ধবল কায়, কেমন ভাসিয়া যায়,
দেখ কিবা নাহি টলে জল;
ক্রৌঞ্চ কত ধীরে ধীরে, আধ তীরে আধ নীরে
পাদক্ষেপ করে রয়ে রয়ে;
ডাহুক ডাহুকীগণ ছাড়ে ডাক ঘনে ঘন

প্রেম ভরে পুলকিত হয়ে ;
নীরবাসী মীন রাশি তটের নিকটে আসি
করে কেলি অঙ্গ ভাসাইয়া,
আহার দেখিতে পেলে, বদন মেলিয়া গেলে,
কভু ভয়ে যায় পলাইয়া;
অদূরে দেখহ আর, কিবা ভাব চমৎকার
ধরি, শোভে কমল কানন,
অপরূপ রূপে সাজি, বিরাজে নলিনী আজি
সরসীর অতুল্য ভূষণ;
তপনের করস্পর্শে হাস্য মুখী হয়ে হর্ষে
সুবিমল কাচ কান্তি জলে
ভ্রমর ভ্রমরী সঙ্গে হেলে দুলে নানা রঙ্গে
ছিল কত কেলি কুতূহলে,
বিকশিয়া শতদল, মনোহর পরিমল
সুধাস্বাদ জিনি মকরন্দ
কনকের কৌটাহতে বিলায়ে বদান্য মতে
দিতেছিল সকলে আনন্দ—
এখন পশ্চিমাচলে, দেখি রবি যায় চলে,
কমলিনী হয়ে ম্রিয়মান

নয়ন মুদিত করে, যেন প্রিয় প্রাণেশ্বরে
মনে মনে করিতেছে ধ্যান।
নলিনীর ভাবান্তর হেরি ত্যজি সরোবর
অলিগণ নানাদিগে চলে,
কুমদিনী বৃন্তোপরি, বদন উন্নত করি
আঁখি মেলি হেরে ব্যঙ্গছলে ;
কুবলয় পাশে পাশে, মৃদুভাবে আধ হাসে
ভঙ্গ করি কৌতুকে কহ্লার,
কিবা সবে শোভা পায়, নয়ন ভুলিল তায়
অন্য দিগে নাহি চাহে আর।
মলয়ার সমীরণ মন্দ মন্দ সঞ্চালন
করিতেছে সলিল উপরি,
কেমন সরসী কোলে নীরজনিকর দোলে
উঠে তায় রূপের লহরী।
দেখিলে সুরস ভাব হইল আনন্দ লাভ
হেথা হতে চলহে এখন,
উপনীত হলো রাতি, ঢাকিছে শোভার ভাতি
করি এসো ছাদে আরোহণ।

হইল দিবস শেষ, যেন দেব দিবসেশ
শ্রান্ত হয়ে গগন ভ্রমণে,
বিশ্রামের অভিলাসে, শীতল ছায়ার আশে,
নামিলেন পশ্চিম কাননে ;
তখন সন্তাপহরা, শ্যাম কান্তি মনোহরা
বিভাবরী দিল দরশন।
আহা কি দেবীর বেশ, হীরাপুঞ্জে শোভে কেশ,
সীঁথিতলে চাঁদ আভরণ;
বিমল কালিমা মাঝে, রজতের আভা সাজে,
নভোদেশ কিবা সুশোভিত,
তাপ ত্যজে ধরাতল, চরাচর সুশীতল,
প্রাণীকুল সুখে পুলকিত;
সুধাকর করস্পর্শে কুমুদিনী হাসে হর্ষে,
জগতের যাতনা ঘুচিল,
তাহে মন্দ সমীরণ ভ্রমিয়া কুসুম বন
পরিমলে ভুবন ভরিল ;
মল্লিকা যুথিকা যাঁতি, নানা ফুলে মালা গাঁথি
মালাকর ডাকে গলি গলি,
বাসে পথ সুবাসিত, হয়ে কত আমোদিত,

পথিকেরা যায় পথে চলি ;
রবি তাপে জ্বলাতন ছিল নর নারীগণ
সুসময় পাইয়া এখন,
ছাদে কিম্বা বারাণ্ডায়, কেহ বাসি আঙ্গিনায়
করে সুখে সমীর সেবন।
মেদিনী মাধুরিময়, শান্তি সুখ স্রোত বয়,
পান করে মানব সকল,
হেন কালে আচম্বিত, হয়ে সবে চমকিত
শুনে এক ঘোর কোলাহল ;
পূর্ব্বদিক নিরখিয়া হেরে সভে চমকিয়া,
ধূমরাশি উঠিছে আকাশে,
প্রজ্বলিত বৈশ্বানর ধরি ভাব ভয়ঙ্কর
মাতিয়াছে নরপুরী নাশে ;
একে ত নীরস কাল, শুষ্ক যত গৃহচাল,
বায়ু তার সহায় আবার,
শত শত শিখা উঠে, চতুর্দ্দিকে উখা ছুটে,
গেল দেশ রক্ষা নাহি আর।

বায়ু সঙ্গ চালি অঙ্গ দেখ অগ্নি রোষিছে,
শুষ্ক ঘাস, রজ্জু, বাঁশ শক্তি তার পোষিছে;
দীপ্ত কায় মত্ততায় ভীম মূর্ত্তি খেলিছে;
রশ্মিভাগ রক্তরাগ পল্লিমাঝ মেলিছে;
গেহচাল, বৃক্ষডাল, দাহি বহ্নি মাতিছে,
শূন্যপূরি ভূরি ভূরি বিস্ফুলিঙ্গ ভাতিছে;
ধূমরাশি ভাসি ভাসি ঊর্দ্ধদেশ যাইছে,
ভস্মভার অন্ধকার অন্তরীক্ষ ছাইছে;
উচ্চরোল সোরগোল তাপতেজ বাড়িছে;
বংশরাজি বোম বাজি তুল্যশব্দ ছাড়িছে;
ধেনুপাল আলথাল উল্ক ফুল্ক চাহিছে;
দগ্ধকায় শারিকায় মৃত্যুগীত গায়িছে;
"বারি আন" "চাল টান," লোকপুঞ্জ হাঁকিছে;
দীনতায় কাতরায় দেবতায় ডাকিছে;
দূর্ব্ব, ধান, বস্ত্র, পান, অগ্নিমাঝ ডালিছে;
বাষ্পবারি কুম্ভবারি একতায় ঢালিছে;
আর্ত্তনাদি তৈজসাদি আঙ্গিনায় নাড়িছে;
কেহ কেহ বাস গেহ ভাঙ্গি ভূমি পাড়িছে;
মুক্ত কেশ, ছিন্ন বেশ, দৌড়দৌড়ি ধাইছে;

তপ্তঅঙ্গ, চিত্ত ভঙ্গ, পানবারি চাইছে;
গেল বাস, সর্ব্বনাশ, বালবৃদ্ধ কাঁদিছে;
একি দায়! চোর তায় চৌর্য্যবৃত্তি সাধিছে;
বহ্নিজাল পণ্যশাল ঘেরি দেখ লাগিছে;
মাস, মূগ, তৈল, পূগ, খায় আর রাগিছে;
গেল ঠাট, পুঁজিপাট, মুদি মুণ্ড কূটিছে;
হায় হায়! মৃত্তিকায় দেহপাতি লুটিছে;
নষ্টদেশ, অর্থশেষ নাহি কার থাকিছে;
ছারখার ভস্মভার দগ্ধধাম ঢাকিছে;
গ্রামখণ্ড লণ্ডভণ্ড অগ্নিচণ্ড নামিছে;
দাহিবার নাহি আর ধীকি ধীকি থামিছে।

এইরূপ উপদ্রব করি বৈশ্বানর
পোড়াইল ঘর বাড়ী প্রাণী বহুতর,
দেবালয়, নরালয়, হলো ছারখার;
পুড়িল বণিকালয়, দোকান, বাজার;
পুড়িল অনেক দ্রব্য সংখ্যা নাহি তার,
বাসন, বসন, খাদ্য, নানা অলঙ্কার;
পুড়িল সোণার পুরী, লণ্ড ভণ্ড দেশ,

দেখিতে দেখিতে সব হলো ভস্মশেষ;
ধিক্ ধিক্ ধনঞ্জয় ধিক্ তোর কাজ !
তোর সম নিদারুণ নাহি বিশ্বমাঝ;
মনোহর নরবাস বিস্তর বিভব
কেমনে করিয়া ছাই, বিনাশিলি সব ?
এহেন দুর্জ্জয় দুষ্ট কাল ভয়ঙ্কর,
—চরাচর নাশকর নাহি যার পর—
সেও দেখ একেবারে নাহি করে লয়,
ক্রমে জীর্ণ করে, আর ক্রমে করে ক্ষয়
উত্তাল তরঙ্গ তুলি তটিনী তুফানে
ডুবাইয়ে তরী যদি নিজ তলে আনে,
তবু তথা তরণীর থাকে অবয়ব,
সময়ে সুযোগে তার উদ্ধার সম্ভব;
মহাবীর প্রভঞ্জন আসিয়া যখন
কাঁপিয়ে বিশাল শৈল পাড়ে তরুগণ,
ঝাপটে দাপটে কত ঘর ভেঙ্গে ফেলে,
আলথাল করে চাল শূন্যে তুলে খেলে,
তথাপি তাহার সেই ভঙ্কর কোপ
একেবারে বস্তু বৃন্দ নাহি করে লোপ;

তোর কিন্তু একি কাজ দেখরে অনল,
মেলাইয়া শত জিহ্বা খাইলি সকল,
পোড়ায়ে করিলি সব কেবল অঙ্গার,
কোথা গেল ধন ধান্য চিহ্ন নাহি তার।

এইরূপ প্রকাশিয়া মহা ভীমবল,
অবশেষে শান্ত হয় নিষ্ঠুর অনল।
দিগে দিগে যত নর, গেল নিজ নিজ ঘর,
দগ্ধগেহ জনগণ রহিল কেবল,
ঢালিবারে ভস্মোপরি উষ্ণ অশ্রুজল।

নাহি আর কোলাহল ত্রিযামা গভীর,
উত্তাপ তেজিল ক্রমে অঙ্ক অবনীর।
চরাচর স্তব্ধ অতি, শান্তিময়ী বসুমতী,
সুধা বরষিয়া চলে সুধীর সমীর,
সুপ্তি কোলে শান্তভাবে জগৎ সুস্থির।

সন্তাপ নাশিনী নিদ্রা নিখিল জুড়ায়,
অভাগার নেত্রে কিন্তু নাহি স্থান পায়

শেষে শয্যা পরিহরি, বসিলাম ছাদোপরি,
দেখি, শশী ধীরে ধীরে যেন অনিচ্ছায়,
নিশার নিকট হতে লতেছে বিদায়।—

হেরিলাম তারাবলি গগন মণ্ডলে
পূর্ব্ব হতে পশ্চিমেতে পড়িতেছে ঢলে,
আহা মরি কিবা সাজে! অনন্ত বিশ্বের মাঝে,
অগণ্য দীপক মালা যামিনীতে জ্বলে,
না জানি রচনা কার দেখাতে সকলে!!

না জানি থাকিয়া এরা কতই অন্তরে,
বিন্দু বিন্দু আলোরূপে ঝিকিমিকি করে!
আহা মরি কিবা শোভা, সভার নয়নলোভা,
শ্যামাঙ্গী শর্ব্বরী তায় কিবা রুচি ধরে,
—শোভিত হয়েছে যেন হীরক নিকরে।

কি কারণে এই সব গগন ভূষণ?
অনন্ত বিভুর বুঝি অনন্ত লোচন।
যামিনীর আবরণে, চুপে চুপে সঙ্গোপনে,

পাপ কর্ম্ম করে যত পাপীয়ানগণ,
আকাশ হইতে এরা করে দরশন।

জ্যোতির্ব্বিদ পণ্ডিতেরা এই কথা কয়,
আলো বিন্দুমাত্র যত দেখ তারা চয়,
এসব সামান্য নয়, এক এক তারা হয়
এক এক প্রভাকর, জানিও নিশ্চয়,
আকারে প্রকাণ্ড অতি, তেজে প্রভাময়।

কি আশ্চর্য্য কথা এই অতীত চিন্তন,
অগণ্য তারকাবলি— অগণ্য তপন!
গ্রহ উপগ্রহ তবে, ঘেরি এই রবিসবে,
আকাশের নানা পথে করিছে ভ্রমণ,
সঙ্গে লয়ে পারিষদ শশী অগণন।

হতে পারে তরঙ্গিত কতই সাগর,
জড়িত জলদ জালে কতই ভূধর,
কত বন, উপবন, কত নদনদীগণ,
ফল ফুলে বিভূষিত কত তরুবর,
শোভিয়াছে সেই সব দ্যুলোক নিকর

অথবা প্রকৃতি তথা সাজি অন্য সাজে,
দেখাইছে নিজ শক্তি অন্য বিধ কাজে ;
মানবের বোধাতীত, মানবের অদর্শিত,
হেন কীর্ত্তি করি কত তথায় বিরাজে,
অন্যরূপ নানারূপ ভৌতিক সমাজে।

স্বর্ণ বলে এথা যারে এত ভাল বাসি,
হতে পারে গ্রহান্তরে শুদ্ধ ধূলা রাশি,
অমূল্য হীরক রত্ন, যারে এত করি যত্ন,
কণা মাত্র যার পেতে এত অভিলাসী,
অঙ্গার সমান ভাবে সেই গ্রহ বাসী।

এমনো হইতে পারে সাগরের নীর,
মধুর সুধার তারে জিনিয়াছে ক্ষীর,
এমনো হইতে পারে, সেই সব সিন্ধু ধারে,
পুঞ্জ পুঞ্জ মুক্তাফলে শোভে তরু শির,
ধরার পাদপে যথা নিশীর শিশির।

হতে পারে কোন গ্রহে নাই ঘোর ঘন,
ভাসিতেছে তপনের তরল কিরণ ;
নাহি বর্ষে বারি ধারা, কিন্তু কি অপূর্ব্ব ধারা,
অদ্ভুত উদ্ভিদ রাজি জন্মে সদাতন,
দেখিতে সুন্দর অতি নয়ন রঞ্জন।

কোন গ্রহে ক্ষীণ ভাবে পশে রবিকর ;
কিন্তু তারে ঘেরে আছে কত সুধাকর ;
যামিনীর অন্ধকার, নাহি পায় অধিকার,
কৌমুদী কিরণ জালে ব্যাপি নিরন্তর
সেই অপরূপ গ্রহ করে শোভাকর।

কোন গ্রহ আপনার তপনের করে
অয়োগোলকের সম তীক্ষ্ণ তাপধরে ;
নাহি তথা তৃণ ঘাস, জীব নাহি ছাড়ে শ্বাস,
স্থলে নাহি জল বিন্দু, অম্বুদ অম্বরে,
কেবল আগ্নেয় গিরি অনল উগরে।

ভয়ঙ্কর ধূমকেতু কোন গ্রহোপরে ;
আসিয়া ফেলিছে ভেঙে খণ্ড খণ্ড করে ;
প্রাণীকুল ধ্বংশ হয়, তূর্ণ চূর্ণ গিরিচয়,
প্রকৃতি বিকৃতভাবে ভীম মূর্ত্তি ধরে,
ভাবিলে রোমাঞ্চ তনু, অন্তর সিহরে !

কোন স্থানে কোন গ্রহ শুদ্ধ জলাধার,
হয় নাই অদ্যাবধি স্থলের সঞ্চার,
ঘুরিছে বিরাট বেগে, তাহে ঝঞ্ঝাবাত লেগে,
উঠিতেছে উর্ম্মিমালা পর্ব্বত আকার,
ভয়ঙ্কধ্বনি করি পড়িছে আবার।

এমনো হইতে পারে অগণ্য দ্যুলোকে ;
পেয়েছে আবাস স্থান কোটি কোটি লোকে ;
ধরার মানব প্রায় জীবনের পথে ধায়,
কভু হাসে, কভু কাঁদে, কভু মগ্ন শোকে,
কভু দীন, কভু সুখী সৌভাগ্য আলোকে।

কোথাও বা হেন লোক করিছে বসতি,
মানব যাদের কাছে ক্ষুদ্রতম অতি,
মহাবলে বলীয়ান, গুরু জ্ঞানে গরীয়ান,
ধরে অপরূপ রূপে মোহিনী মূরতি,
বিবিধ ইন্দ্রিয় বলে অপূর্ব্ব শকতি ;

মনের উল্লাসে করে সদা সুখ ভোগ,
নাহি জানে শোক তাপ, নাহি জানে রোগ,
নাহি তথা হিংসা দ্বেষ, নাহি বৈরিভাব লেশ,
অচ্ছেদ্য প্রণয় পাশে দম্পতির যোগ,
স্বর্গীয় প্রণয় ; তার নাহি ত বিয়োগ।

তাহাদের গ্রহপুঞ্জ নিত্য সুখ ধাম,
নাহি তথা ক্ষণমাত্র বসন্ত বিরাম,
মধুভরে ফুল দল, করে সদা ঢল ঢল,
পক্ষীকুল গায় সদা শ্রুতি অভিরাম,
আনন্দ আরামে স্থান ভুবনললাম।

এইরূপ কত লোক অতীত ভাবনা,
চিত্রিতে মানস পটে না পারে কল্পনা,

যত এই চিন্তা করে, ততই ভকতি ভরে,
আশ্চর্য্য সাগরে হয় মনসী মগনা,
অনন্ত বিশ্বের মাঝে অনন্ত রচনা।

এদিকে ধরণী তলে যামিনী পোহায়,
একে একে তারাগণ গগনে লুকায়;
তবে কেন মগ্ন হয়ে, ভাবি আর তারা লয়ে,
তারা যদি গেল চলে ফেলিয়া আমায়,
এখন যুড়াই আঁখি প্রভাত শোভায়।

মরি কি তরল অমল কিরণে,
ঢল ঢল আভা ঢালিয়া ভুবনে,
পুলক জনক আলোক ভুষণে,
প্রাচী নভোদ্বারে উষা উপনীত,
আরক্ত অধরে কিবা হাসি হাসে,
সে হাসি হিল্লোলে চরাচর ভাসে,
নিশার তামস মিশায় আকাশে,
হেরিয়া হইল অখিল মোহিত।

মোহিনী মাধুরী করি দরশন
প্রণয় প্রয়াসে আপনি তপন
আদরেতে কত করে প্রসারণ,
রূপসীরে যেন হৃদয়ে ধরিতে,
অপরূপ রুচি মানস রঞ্জন,
শান্তির সহিত শোভার মিলন,
সে রুচি দেখাতে বিহঙ্গমগণ
জাগায় জগৎ মধুর ধ্বনিতে।

সুধীর গমনে সমীর শীতল
চলেছে জুড়াতে তাপিত ভূতল;
প্রফুল্ল আননে প্রসূন সকল
পরশনে তার নাচে ধীরে ধীরে;
নলিনী নিকর তাহার হিল্লোলে
কাচসম স্বচ্ছ সরসীর কোলে
হাসি হাসি মুখে আধ আধ দোলে,
নিরখি গগণে নবীন মিহিরে।

কুসুম কলাপ রূপের আধার ;
স্থল জল কিবা শোভে চমৎকার ;
তাহাতে খুলেছে সৌরভ ভাণ্ডার ;
কতই আমোদ মধুপ মণ্ডলে ।
যূথে যূথে বসে যূথিকার কুঞ্জে,
চামলি চুম্বিয়া ভ্রমে পুঞ্জে পুঞ্জে,
মল্লিকার মধু কত শত ভুঞ্জে,
কমল কাননে কত শত চলে ।

পেয়ে মকরন্দ অতুল উৎসবে
ঝঙ্কারে আনন্দে মধু মাছি সবে,
অলি করি গান গুণ গুণ রবে
ফুল হতে ফুলে করিছে বিহার ;
কখন কখন উড়ি আচম্বিতে
ধায় অন্য দিকে সকোপধ্বনিতে,
যেন বনস্পতি দেবে জানাইতে
দ্বিজের দৌরাত্ম্য, মালীর আচার

ব্রাহ্মণ পণ্ডিত দুর্গা দুর্গা বলি,
ক্ষৌম বাসসহ লয়ে নামাবলি,
পুলকে প্রত্যূষে ধীরি ধীরি চলি,
প্রাতঃস্নানে নামে জাহ্নবীর জলে।
সুখদা শয্যার সুখ পরিহারি
এল সেই জলে কত কুলনারী;
আহা কিবা রুচি! সুর ধুনী বারি
সুশোভিল যেন সরোজিনী দলে।

নাহিক কল্লোল তটিনীর জলে,
তরঙ্গের রঙ্গ অঙ্গে না উথলে,
অতি মৃদুগতি চলে কি না চলে,
এখনো বুঝি বা অবশ নিদ্রায়।
তীরে শোভাপায় নানাবিধ তরী,
দুই একখানি স্থির বক্ষোপরি;
ঝুপ ঝুপ রবে দণ্ড ক্ষেপ করি,
সুখে মাঝিগণ ধিকি ধিকি বায়।

দাস দাসীহীনা কুলাঙ্গনা কত
সরোবর ঘাটে হয়ে সমাগত
মাজে থাল ঘটী কথা নানা মত,
কহে পরস্পরে মনোদ্বার খুলি।
গৃহে কোন নারী দধি বিলোড়িয়া
তুলিছে নবনী সানন্দ হইয়া,
শিশু যাচে ননী হাত বাড়াইয়া,
যাচে ননী যেন ননীর পুতুলি।

লয়ে ধেনুপাল মন্থর গমনে
চলেছে রাখাল চিন্তাযুত মনে,
ভাবে কোন্ মাঠে যাবে গোচারণে,
শুকায়েছে শস্প দারুণ নিদাঘে;
চলেছে সত্বর কৃষক সকল,
বলীবর্দ্দ আগে, কন্ধেতে লাঙ্গল,
চির প্রিয় হুকা সুখের সম্বল,
চাপিয়া অধরে টানে অনুরাগে।

হয়েছে প্রভাত মর্ণিং ইস্কুল,
নৈশনিদ্রা ত্যজি বালক বিপুল,
উড়াইয়া অঙ্গে ধবল দুকূল,
পুস্তক লইয়া চলে দলে দলে ;
কেহ কোন কথা অপরে সুধায়,
ঘণ্টা বাজা ভয়ে কেহ দ্রুত যায়,
কেহ দুটি ফুল পেয়েছে কোথায়,
বার বার তাই সোঁকে কুতূহলে।

তরুণ বয়স কান্তি ঢল ঢল,
যেন প্রাতঃস্ফুট নব পুষ্পদল,
যেমন কোমল, তেমনি বিমল,
হেরিলে আঁখির পাপ দূরে যায় ;
পড়াতে সুখ্যাতি পাইবে কেমনে
করে চিন্তা এই, কেহ ভাবে মনে
পুনরায় গৃহে যাব কত ক্ষণে,
কতক্ষণে সবে মাতিব খেলায়।

স্বভাবে সকলে যেমন সরল,
হেরিছে তেমনি জগত সকল,
কপটতা অহি বিদ্বেষ গরল
ঢালে নাই আজো কারো ঋজুমনে ;
জীবনের পথ হেরিছে সুন্দর,
কুটিল কণ্টক, পিচ্ছিল গহ্বর,
করে নাই আজো লোচন গোচর,
হেরিছে সকলি আশার নয়নে ।

ইহাদের মাঝে কেহ হতে পারে,
গরীয়সী বিদ্যা বুদ্ধি সহকারে,
মন্ত্রীবর কোন রাজ দরবারে,
রাখিতে প্রজায় প্রভূত কুশলে ;
কেহ উচ্চতম বিচার আসনে
পেতে পারে পদ জেতৃগণ সনে,
ভাঙ্গিতে, গড়িতে মুখের বচনে
কতনর ভাগ্য বিচার কৌশলে ;

হতে পারে, কেহ বিবিধ সভায়
নাচায়ে বাণীরে নিজ রসনায়,
উদ্দীপনা ভেরি বাজাবে ধরায়,
মাতায়ে অনেকে আপনার মতে ;
লেখনীরে কেহ করিয়া রসনা
বিপুল সাহসে করিবে ঘোষণা,
রাজার দৌরাত্ম্য, প্রজার যাতনা,
বর্ত্তাবহ পত্র বিতরি জগতে ;

হেন হতে পারে, কেহ বিদ্যাবলে
দেখিবে প্রবেশি গগণ মণ্ডলে,
কেবা কত দূরে, কোন পথে চলে,
জ্যোতিস্ক সকলে অনন্ত আকাশে ;
সারস্বত নীরে কেহ করি স্নান,
কবিতা দেবীরে দিয়ে কণ্ঠে স্থান,
মানস রঞ্জন সুধা মাখা গান
গাইলে গাইতে পারিবে অনা(য়া)সে ;

কিন্তু হেন রূপ   হবে কয় জনে ?
অনেকেই হায় !   সংসার কাননে
ঘুরিবে বেড়ায়ে   বিফল ভ্রমণে,
সৌভাগ্যের দেখা   কভু নাহি পাবে ;
অনেকে আয়াসে   লভিবে কেবল
জীবন তরুর   কটুতিক্ত ফল,
অনেকের হৃদে   দৈন্য দাবানল
দুঃসহ জ্বালায়   নিয়ত পোড়াবে ;

এমনো হইলে   হইবারে পারে,
সকলেই এরা   ভাগ্য সহকারে
স্বনাম ঘোষণা   করিবে সংসারে
বিশাল বিদ্যার   বুদ্ধির প্রভাবে ;
কিন্তু হেন আশা   মনে নাহি আসে,
এর মাঝে কেহ   যুদ্ধ যশো আশে
করিয়া হুঙ্কার   বীরত্ব উল্লাসে
ধাইবে সমরে   রণ ভেরি রাবে ;

বঙ্গের সন্তান হইয়া সাহসী,
লইয়া কামান, তরবারী, অসি,
দেখাবে বীরত্ব রণ মাঝে পশি,
ইচ্ছা বড় মনে কিন্তু আশা নাই ;
এখনো সকলে ঘুমায় যেমন,
এরাও তেমনি ঘুমাবে তখন,
ঘুমপ্রিয় অতি বঙ্গবাসীগণ,
বৃথা মম ইচ্ছা ;—আমিও ঘুমাই !!!

বহুদিন বারি নাই, নীরস সকল,
প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড তাপে দগ্ধ ক্ষিতিতল,
পাষাণ সমান ভূমি, নাহি চলে হল,
নিরাশ হইয়া চাসে কাঁদে কৃষীবল ;
ভাঙ্গিতে কঠিন মাটি না দেখি উপায়,
অবিরল আঁখিজলে অবনী তিতায়।
কত কত গ্রাম হতে কত কুল নারী
গিয়াছিল কতদূরে আনিবারে বারি,
কিন্তু তথা জল নাই, আসিতেছে ফিরে,
ভরিয়া কক্ষের কুম্ভ নয়নের নীরে।

পিপাসায় দিগে দিগে ধায় ধেনু পাল,
ধরিয়া রাখিতে আর না পারে রাখাল ;
চিৎকারিয়া চাতকিনী ডালে ডালে ফেরে,
জলদে জলদে বলি ডাকে জলদেরে ;
ভয়ঙ্কর রোগ যত ভ্রমিছে ধরায়,
যাতনায় জীব কত যমালয়ে যায়,
হাহাকার করি লোক ডাকে বিধাতায়,
ঘন আশে ঘন ঘন ঊর্দ্ধ পানে চায় ;
হেন কালে নভোদেশে নব নীরধর
আসি হল সভাকার নয়ন গোচর,
দূর হতে নীল নগ দেখায় যেমন,
তেমতি আকারে ঢাকে পশ্চিম গগণ ;
নিরখি নীরদ কান্তি বিশ্ব পুলকিল,
সুখ সিন্ধু সভাকার চিত্তে উথলিল,
আশাধন পেয়ে হর্ষে নর নারীগণ
সমাদরে ভক্তিভরে করে সম্ভাষণ ;—
"এস এস জলধর, এসহে ত্বরায়,
বরষিয়া সুধা বারি বাঁচাও সভায়,
তব জল বিনা দেখ জ্বলিছে জগত,

তৃণ লতা তরু রাজি পুড়িছে তাবত,
মাটিতে ফেলিলে বীজ বিনষ্ট তখনি,
না করে প্রসব কিছু জননী ধরণী ;
সভার জীবন তুমি জীবন আধার!
তোমার জীবন বলে বসু বসুধার,
এই যে ভারত বর্ষ বর্ষের প্রধান,
—ভুবন ভূষণ সম সদা শোভমান—
—প্রকৃতির প্রিয় স্থান নয়ন রঞ্জন—
—প্রকৃতি সতত যথা সহাস্য বদন—
—যার ক্ষেত্র শস্য রাশি, তরু নানা ফল
দিয়ে পালে পশু পক্ষী মানব সকল,
—কুসুম কানন যার অতি মনোহর,
নিরন্তর আমোদিত করে চরাচর,
—বহুবিধ ভোগদ্রব্য যথা বিদ্যমান,
জগতের গোলা আর, বিশ্বের বাগান,
—যাহার সন্তান গণ অন্নের কারণ
দেশ ছাড়ি অন্য দেশে না করে গমন—
—বলা নাহি যায় যার ঐশ্বর্য্য অশেষ,
—যার ধনে ধনী করে কত ভিন্ন দেশ,

বিপুল বিভবে দেশ শোভা করে অতি
লক্ষ্মী যেন আসি হেথা করেন বসতি,
—ভূপাল বৃন্দের যাহা লালসার ধন
বিক্টরীয়ার মুকুটে অমূল্য ভূষণ,—
এসব ঐশ্বর্য্য দেখ তব কৃপাবলে
সোণার ভারতে সোণা ফলে তব জলে
বলিতে বলিতে মেঘ বিস্তারি শরীর
ব্যাপিল আকাশ দেশে নিবিড় তিমির,
ঘনতম ঘোর ঘটা ক্রমে ঘোর তর,
চতুর্দ্দিগ্ অন্ধকার অতি ভয়ঙ্কর,
চপলা চমকি প্রভা করিছে বাহির ;
ভীষণ নিনাদে ঘন নির্ঘোষে গভীর ;
হেন কালে সন্ সন্ শব্দ দূরে হয়,
শুনিয়া সকল লোক হইল সভয়।

ভীমাকার ভাবে, করিয়া তর্জ্জন,
স্বনঃ স্বন্ নাদে গরজি গভীর,
প্রভূত প্রবাহে এলো প্রভঞ্জন,
কাঁপে চরাচর হইয়া অধীর;

স্তূপে স্তূপে ধূলি ঊর্দ্ধ দেশে উঠে,
কেহ আর কিছু না পায় দেখিতে,
গাভী হম্বা রবে উচ্চ পুচ্ছে ছুটে,
পথেতে পথিক না পারে চলিতে ;

অপক্ক সুপক্ক ফল বহুতর
পড়ে রাশি রাশি বিছায়ে মৃত্তিকা,
দোলে ঘর দ্বার, কাঁপে থর থর
পাষাণ নির্ম্মিত ; সৌধ অট্টালিকা।

ক্ষণেক ঘুঝিয়া, বড় বড় শাখী
মড় মড় শব্দে পড়িছে ভাঙ্গিয়া,
শাবক সহিত হত কত পাখী,
শূন্যে শূন্য নীড় চলিছে উড়িয়া।

কুটীর বিস্তর করি লণ্ড ভণ্ড,
অবলীলা ক্রমে তুলে নভোদেশে,
দারুণ দুর্জ্জয় পবন প্রচণ্ড
খেলিছে, ফেলিছে দূরে অবশেষে।

হেরি বায়ু দর্প গগণে তখন,
ধূমল মূরতি নীরদ নিকর
আরম্ভিল রোষে ঘোরতর রণ,
সঘোষে নির্ঘোষে ভেরী ভয়ঙ্কর।

চপলা চমকে, ঝলসে অনল,
পড়িছে করকা আচ্ছাদি অবনী;
মুষল ধারায় বর্ষে বৃষ্টি জল ;
বিকট নিনাদে আরাবে অশনি।

জীবজন্তু সবে ভয়ে সশঙ্কিত ;
মাঠে গোঠে মরে কত ধেনু পাল ;
পথে কত জন হতেছে মূর্চ্ছিত ;
শঙ্কা শোক শীতে কাঁদিছে রাখাল।

সলিল সহিত সমীর ঝাপটে
ভাঁঙ্গি পড়ে কত ইটের আগার,
মরিছে অনেক তাহার চাপটে,
চারি দিকে উঠে ধ্বনি হাহাকার।

দেখ হ্রদে নদে আর পারাবারে
কেমন মেতেছে ঝঞ্ঝা মহাবল,
—কালান্তক যেন করাল আকারে
করিছে প্রলয় নাশিয়া সকল।—

কল্লোলিনী কুল করিয়া কল্লোল
উথলিছে কোপে তার উত্তেজনে,
তুলা স্তূপ তুল্য তরঙ্গ হিল্লোল
দম্ফে লম্ফ দিয়া উঠিছে সঘনে।

উন্মত্ত মারুত মায়া পরিহরি
সেইত ভীষণ উচ্ছসিত নীরে
কি খেলা খেলিছে লয়ে যত তরী,
হেরিলে শোণিত শুকায় শরীরে!

কত ডিঙ্গী, পান্সি, পিনেস, বজরা,
ফেলে উলটিয়া তরঙ্গিত নীরে;
একেবারে কত ডুবাইছে ভরা,
কতই ভাঙ্গিছে আছাড়িয়া তীরে।

বাল বৃদ্ধ যুবা আরোহী সকলে
ঘোর আর্ত্তনাদে তুলিল রোদন,
কেবা কারে দেখে ? যায় রসাতলে
হারায়ে অকালে জীবনে জীবন।

এ হেন দুর্য্যোগে কি ভীম আকার
ধরেছে জলধি, কর দরশন,
সহজে ভীষণ তাহাতে আবার
ঝঞ্ঝা বাতসহ হয়েছে মিলন।

ঊর্দ্ধে নভোদেশ ঘন কালিমায়
লয়েছে ঘেরিয়া ঘন ঘোরতর ;
নীচে ঘননীল নীর রাশি তায়
উথলিছে কোপে অতি ভয়ঙ্কর।

উত্তাল তরঙ্গ উঠে নগাকারে,
—যেন নিজাঙ্গজ অম্বুদে চুম্বিতে—
পড়িছে আবার ভাঙি স্বীয় ভারে,
করিয়া তর্জ্জন বিরাট ধ্বনিতে।

বিস্ময় জনক জলস্তম্ভ কত
উঠিছে নীরদে নীরধি হইতে,
—যেন সুরেশের দন্তী শত শত
নামায়েছে শুণ্ড সলিল শোষিতে;—

লয়ে পোত কত নিষ্ঠুর উল্লাসে
খেলিছে সাগর ভয়ানক রঙ্গে ;
লণ্ড ভণ্ড করি কল বল নাশে ;
পুতুলের মত নাচায় তরঙ্গে

বিস্ফারিত কোপে করি কলেবরে
বিশাল জাহাজে তুলিছে আকাশে ;
কভু ফেলে যেন গিরির গহ্বরে,
উন্মাদিত ঊর্ম্মি উঠে দুই পাশে ;

পবন তাহার ভাঙিল মাস্তুল,
ছিন্ন ভিন্ন করি ফেলে যত পাল,
তরী ভরি জল উঠিছে বিপুল,
অতুল তুফানে সব আল থাল ;

যাত্রিক নাবিক করি হাহাকার
বর্ষে অশ্রুধারা পড়িয়া সঙ্কটে,
গেল গেল প্রাণ নাহি রক্ষা আর,
দেখিল আইল শমন নিকটে,

অর্ণবের কোপে কতক্ষণ রয় ?
বহুজলযান গেল রসাতলে,
নর নারী কত নীরে লুপ্ত হয়,
—জলবিম্ব যেন মিশাইল জলে ;—

থামগো ! প্রকৃতি ! একি খেলা খেল ?
ভৌতিক মেলায় ভীম ভাব ধরি,
হলো সর্ব্বনাশ, বুঝি স্মৃষ্টি গেল,
কেন গো হইলে হেন ভয়ঙ্করী ?

জিনিয়া চামুণ্ডা প্রচণ্ড রূপিণী,
বিকট হাসিয়া হুঙ্কারিছ রাব,
আলু থালু বেশা ভৈরবী ভামিনী ;
ত্রাসিত জগত দেখে ভব ভাব।

বল বল দেবী　কাহার উপরে,
প্রকাশিছ এই　বিভীষণ কোপ ?
তুমি গো রাগিলে　কেবা রক্ষা করে ?
এখনি হইবে　বিশ্বের বিলোপ।

দেখি গিয়া পরদিন, জনপদ শোভা হীন,
লণ্ড ভণ্ড মানব বসতি;
দুরাচার প্রভঞ্জন　দৌরাত্ম্যের নিদর্শন
গেছে রেখে, শোচনীয় অতি।
কতশত তরুবর　মূল সহ কলেবর
মৃত্তিকায় করেছে বিস্তার ;
আর নাহি তুলি কায়া,　পথিকেরে দিবে ছায়া,
ফল ফুলে তুষিবে না আর।
তাহাদের অধিবাসী, বিহঙ্গম রাশি রাশি,
আছে পড়ে এখানে সেখানে ;
কত বৃক্ষ কাণ্ড সার,　নাহি শাখা অলঙ্কার,
স্থাণু হয়ে আছে স্থানে স্থানে।
নরবাস আলথাল,　গৃহ হতে কত চাল
দূরে গিয়া, শুয়েছে ভূতলে ;

অনেক ইটের গেহ, ত্যজেছে প্রাচীন দেহ,
অঙ্গহীন হয়েছে সকলে।
পথে চলা কষ্ট অতি, ডালে চালে রোধগতি,
স্থানে স্থানে সেতুর নিপাত;
বিনষ্ট বাজার হাট, ভেঙেছে দোকান পাট,
হানে মুদী শিরে করাঘাত।
মাঠে ঘাটে, জলে ঝড়ে, মরে মরে আছে পড়ে
ধেনু মেষ মহিষ বিস্তর;
কত নর ভাগ্য দোষে পড়িয়া ঝঞ্ঝার রোষে
গেছে চলে শমনের ঘর।
ভাসে শব নদীনীরে, কত বা লেগেছে তীরে,
কতদ্রব্য স্রোতে ভেসে যায়,
উলটিয়া কত তরী ভাসিছে সলিলোপরি,
ভেঙে কত রয়েছে চড়ায়।
বিদলিত কত কুঞ্জ, ছিন্ন ভিন্ন লতা পুঞ্জ,
বিহঙ্গের নাহি কণ্ঠকল,
নর নারী হত জ্ঞান, হয়ে অতি ম্রিয়মাণ,
ফেলিতেছে নয়নের জল।

যেমন ভামিনী নারী লয়ে কোন বামাচারী,
সুরাপানে করি মাতা মাতি,
শ্রান্ত হয়ে অবশেষে, ক্ষুণ্ণভাবে ছিন্ন বেশে
শুয়ে পড়ে, ভূমে দেহ পাতি;
আল থাল অঙ্গবাস, এলালিত কেশ পাশ,
অলঙ্কার ফেলিয়াছে দূরে,
বিম্বাধরে নাহি হাস্য, নির্জ্জীব মলিন আস্য,
নাহি কথা মধুমাখা স্বরে;
—সেইরূপ ভাব ধরি, প্রকৃতি উন্মাদে করি,
মাতা মাতি ভৌতিক মেলায়,
এখন নিস্তেজ হয়ে, বিষাদের সঙ্গ লয়ে,
আছে পড়ে বিকৃত দশায়;
নাহি অঙ্গে অলঙ্কার, নাহি গলে পুষ্প হার,
ক্ষত দেহ, বিচ্ছিন্ন বসন,
গীত শূন্য সুধাস্বর, কান্তি শূন্য কলেবর,
দীনহীন বিমর্ষ বদন।

শুন গো প্রকৃতি শুন! মোহিনী মাধুরি পুনঃ
ধরি দেবি, হাস পুনরায়;

নীলাম্বর চমৎকার, নানাবিধ অলঙ্কার,
পরি পুনঃ, ভুলাও সভায়।
তুমি গো সামান্যা নও, বিশ্বের জননী হও,
আদ্যাশক্তি তুমি নিরুপমা,
জিনি পূর্ণ প্রেমাধার, অখিল ঐশ্বর্য্য যাঁর,
হও তুমি তাঁর প্রিয়তমা।
তুমি আছ দীন তায়, একি কভু শোভা পায়?
ত্যজ ত্যজ এ ভাব ত্বরিত,
মনোমঞ্জু বেশে ভাস, উৎফুল্ল আননে হাস,
যে হাসিতে বিশ্ব হরষিত;
হোক্ ধ্বনি জয় জয়, জগত প্রমোদ ময়,
হেরে সেই চিত্তরমা ছবি,
নাচিয়া গাইয়া ভবে, আনন্দে চলুক সভে,
যাচে দেবি! এই ভিক্ষা কবি॥

সমাপ্ত।